রংপুরে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সহযোগিতায় ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

২০২২

রংপুরে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পিকেএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে "লো ইনকাম কমিনিটি হাউজিং সার্পোট প্রজেক্ট"-এর অধীনে মাঠ পর্যায়ে আবাসন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বেনিফিয়ারি ফিডব্যাক সার্ভের তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক বইটি রচনা করা হয়েছে। মূলতঃ প্রকল্পের মেয়াদান্তে আবাসন ঋণের মাধ্যমে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ও প্রকল্পের সফলতা-ব্যর্থতার অর্জন তুলে ধরাই এই বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

লেখক

কৃষ্ণ কুমার রায় (ফোকাল পার্সন, আবাসন, ইএসডিও)

আবুবকর সিদ্দিক (ইঞ্জিনিয়ার-সিভিল, আবাসন, ইএসডিও)

মোঃ আবু শাহিন (প্রধান গবেষক, বিআরআইডি)

মো. কামরুজ্জামান (কনসালটেন্ট, বিআরআইডি)

আকলিমা আক্তার (কনসালটেন্ট, বিআরআইডি)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সহযোগিতায় ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

২০২২

রংপুরে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ

কপিরাইট

ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

প্রকাশকাল

আগস্ট, ২০২২

প্রকাশক

ইএসডিও'র গবেষণা বিভাগের একটি প্রকাশনা

সম্পাদনায়

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

সম্পাদনা সহযোগী

স্বপন কুমার সাহা, ডিপিসি-(মাইক্রোফাইনান্স)

মোঃ মাজেদুল ইসলাম মামুন, সিনিয়র-এপিসি (মাইক্রোফাইনান্স)

সংকলন ও গ্রন্থনা

কৃষ্ণ কুমার রায়, ফোকাল পার্সন, আবাসন

প্রধান কার্যালয়

কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০

ঢাকা অফিস

ইএসডিও হাউস, বাড়ী নং-৭৪৮, রোড নং-৮,

বায়তুল আমান হাউসিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, www.esdo.net.bd

প্রচ্ছদ

বাংলাদেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট (বিআরআইডি)

মুদ্রণ

ইএসডিও অরণী প্রিন্টাস এ্যান্ড পাবলিকেশন।

আইএসবিএন

ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

প্রাক্‌কথন

ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের একদল সমাজমনস্ক ও শিক্ষিত তরুণের উদ্দ্যোগে ১৯৮৮ সালে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) প্রতিষ্ঠিত হয়। যার প্রধান লক্ষ্য ছিল ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার শিকার মানুষকে সহায়তা করা। ইএসডিও সূচনাতে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও বন্যা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রধানত সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, বিত্তহীন ও ভূমিহীন মানুষ বিশেষত মহিলাদের সমাজের মুলধারায় সম্পৃক্তকরণ ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আশা, আকাংখা ও তাদের চাওয়া পাওয়াকে বাস্তবে রুপান্তরিত করার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইএসডিও বাংলাদেশের একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) সনদপ্রাপ্ত বে-সরকারী উন্নয়ন সংস্থা ইএসডিও। ইএসডিও ১৯৮৮ সালে দরিদ্র ও প্রান্তিকদের প্রতি সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে। জনগণ কেন্দ্রিক সংগঠন হওয়ায় ইএসডিও এমন একটি সমাজের কল্পনা করে যা অসমতা ও অবিচার থেকে মুক্ত হবে। ইএসডিও সামাজিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান কার্যক্রমের অধীনে ৩৪২টি শাখা অফিসের মাধ্যমে ১২৩টি প্রজেক্ট/প্রোগ্রামে ৫৩৭৫ জন দক্ষ জনবলের সমন্বয়ে ৪৯টি জেলার ২৮৫টি উপজেলায় ১০১৪৯৭১৫ জন প্রান্তিক মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে ইএসডিও। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ গড়ে ৬ শতাংশের ওপর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মাথাপিছু জাতীয় আয় গত অর্থবছর থেকে ১৫০ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে ও দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সাল হতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৪০.৪ শতাংশ হতে ২৪.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬)। সার্বিকভাবে, আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গৃহায়ণ খাতের সার্বিক চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তদুপরি, মোট জিডিপিতে গৃহায়ণ ঋণস্থিতির অনুপাত এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি (প্রায় ৩ ভাগ-৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা)। জুন ২০১৫ শেষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহায়ণ ঋণের স্থিতি ৪৮৯.৯ বিলিয়ন টাকা। আবার এর মধ্যে অধিকাংশই (প্রায় ৮১%) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রণে যারা মূলত উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীকেই এই গৃহ ঋণ সরবরাহ করে থাকে। অপরদিকে বিএইচবিএফসি ও ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্সসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান সমূহের মার্কেট শেয়ার বিগত ১০ বছরে ৩৯ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ণ তহবিল, গ্রামীণ ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদানকৃত গৃহায়ণ ঋণের স্থিতি মোট গৃহায়ণ ঋণস্থিতির ১ শতাংশের কম (বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫)। সার্বিকভাবে, বিভিন্ন লক্ষ্যণীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীদের গৃহায়ণের ক্ষেত্রে প্রকৃত চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বড় ধরণের ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে শহর ও গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীদের চাহিদা ও সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে। এই ধারাবাহিকতায় বর্ণিত প্রেক্ষাপটে পিকেএসএফ তার অন্যান্য ঋণ কার্যক্রমের মত সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে আবাসন ঋণ কার্যক্রম চালু করেছে। উত্তরবঙ্গের রংপুর ও ঠাকুরগাঁও শহরে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসন উন্নয়নকল্পে ২০১৭ সাল থেকে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সার্বিকভাবে, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইএসডিও-এর গৃহ ঋণ কার্যক্রমের উপর উপকারভোগীদের ফিডব্যাক সার্ভে ও আবাসন খাতের গৃহ ঋণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করার নিমিত্তে এই পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাহী পরিচালকের বাণী

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) সূচনালগ্ন থেকেই মাইক্রোফাইনান্স কর্মসূচি পরিচালনা করার কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটি সমাজের দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের নানামুখী উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ করে আসছে। মা ও শিশু সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা, শিক্ষাবৃত্তি, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ইএসডিও নানামুখী কাজ করছে। দেশের চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে মানবিক দায়িত্ব নিয়ে “করোনা সংকটকালীন ত্রাণ ও বিনামূল্যে অক্সিজেন সেবা কার্যক্রম” ইএসডিও'র একটি অনন্য সাফল্য। ইএসডিও সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে গতিশীল রাখতে সব সময় কাজ করে। কখনো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে আবার দাতা সংস্থার অর্থায়নেও সরকারের উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ‘সবার জন্য আবাসন’ বাস্তবায়ন ও এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পিকেএসএফ ও জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ (জাগৃক) নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২০১৭ সালের জুন মাস থেকে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে ইএসডিও রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় “লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সার্পোট প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো স্বল্প আয়ের মানুষের আবাসন ব্যবস্থার মান উন্নয়ন করা। যে সকল মানুষ ছোট পরিসরে একটি বাড়ি তৈরি করতে অথবা মেরামত করতে কিংবা সম্প্রসারণ করতে অর্থনৈতিক বাধার মুখে পড়ে এবং ব্যাংকের কাছে যেতে পারে না তাদের জন্য এই প্রকল্প ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। ইএসডিও মাইক্রোফাইনান্স কর্মসূচি পরিচালনা করার যে কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, এলআইসিএইচ প্রকল্পটি তার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা তুলে ধরতে এই পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিশেষে, এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ইএসডিও-কে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেছে নিয়ে কাজ করার সুযোগ প্রদান করায় বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

তারিখ: আগস্ট ০৮, ২০২২

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সব সদস্য পরিবারের প্রতি যাদের জন্য এই প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ কর্তৃপক্ষকে, কারণ তাদের অর্থায়ন ও সহযোগিতা না পেলে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নই হতো না। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই বইটি প্রকাশে তথ্য উপাত্ত দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন ইএসডিও'র রংপুর জোনের জোনাল ম্যানেজার মোঃ সাইফুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আরিফুল ইসলাম, শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ আশরাফুল ইসলাম, আব্দুস সালাম ও মোঃ জিল্লুর রহমান-এর প্রতি। এছাড়াও বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফি এবং বানান সংশোধনে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি, এ বইটি প্রকাশে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকর্তা যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃষ্ণ কুমার রায়

ফোকাল পার্সন, আবাসন

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়বস্তু	পাতা নং
১	প্রথম অধ্যায়: রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আবাসন ব্যবস্থা	৭
২	দ্বিতীয় অধ্যায়: আবাসন ঋণের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা	১২
৩	তৃতীয় অধ্যায়: রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইএসডিও এর আবাসন ঋণ কার্যক্রম	১৮
৪	চতুর্থ অধ্যায়: রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসন ঋণ বাস্তবায়নের সার্বিক প্রভাব	২১
৫	পঞ্চম অধ্যায়: কেস স্টাডি	৩৬
৬	ষষ্ঠ অধ্যায়: ফটো এ্যালবাম	৪৮
৭	সপ্তম অধ্যায়: আবাসন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার শিখন ও চ্যালেঞ্জ	৬৬

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আবাসন ব্যবস্থা

ভূমিকা

খাদ্য, বস্ত্র, আবাসন, চিকিৎসা ও শিক্ষা এ পাঁচটি মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে আবাসন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। আবাসস্থল বা বাড়ি হলো একটি বাসস্থান যেখানে মানুষ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করে। বাংলো, মেস, হোটেল, মোটেল, ভাড়া বাড়ি, লজ, ডরমেটরি, হল, হোস্টেল, সরকারি কলোনী প্রভৃতি নামে মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয় হলো আবাসন ঋণ তথা নিজ নামে গৃহ নির্মাণ করার জন্য ঋণ গ্রহণ।

বাড়ি একজন মানুষের সমগ্র জীবনের স্বপ্ন। একটি বাড়ি তৈরী করতে অনেক সময় ও অর্থের প্রয়োজন হয়। অনেকে জমানো অর্থ দিয়ে বাড়ির কাজ শুরু করেন কিন্তু টাকার অভাবে মাঝপথে কাজ থামিয়ে দিতে হয়। ফলে কাজটি সম্পন্ন করতে অর্থের প্রয়োজন পড়ে। যা পুরণ করতে পারে গৃহঋণ। গৃহ ঋণ সুদসহ মূলধন পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মাসিক কিস্তি আকারে পরিশোধ করতে হয়।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (জাগৃক) নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের জন্য ২০ অক্টোবর, ২০১৬ সাল হতে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে "লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ এই প্রকল্পের "শেল্টার লেন্ডিং এন্ড সাপোর্ট" শীর্ষক একটি কম্পোনেন্টের আওতায় নির্বাচিত ১৩টি শহরে সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তার মধ্যে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) সংস্থাটি তার রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতার তিনটি শাখা যথা রংপুর সদর, ক্যান্টনমেন্ট ও মাহিগঞ্জ-এর মাধ্যমে রংপুর শহরে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্প হতে রংপুর শহরে ২০১৭ সালের ৯ জুলাই তারিখে সদর ও ক্যান্টনমেন্ট শাখা হতে একই দিনে দুইজন সদস্যকে ঋণ প্রদান করে গৃহ ঋণের নতুন অধ্যায়ের শুভ-সূচনা করা হয়। পিকেএসএফ সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৩০ নভেম্বর, ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত ৯৪৪৫ জন সদস্যকে নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণ বাবদ মোট প্রায় ১৭৯ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে বিতরণ করেছে। এর মাঝে রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ইএসডিও-এর তিনটি শাখার মাধ্যমে ৫৩৭ জন সদস্যের মাঝে উল্লিখিত তিন ধরণের নির্মাণ কাজের জন্য ১৭.৮৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মানচিত্র

রংপুর সিটি কর্পোরেশন

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ভৌগোলিক অবস্থান ২৫০১৮ক্ষ থেকে ২৫০৫৭ক্ষ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮০৫৬ক্ষ থেকে ৮৯০৩২ক্ষ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের উত্তরে নীলফামারী ও লালমনিরহাট, দক্ষিণে গাইবান্ধা, পূর্বে কুড়িগ্রাম, পশ্চিমে দিনাজপুর। রংপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ২৮-০৬-২০১২ইং খ্রিস্টাব্দে। এর ওয়ার্ড সংখ্যা-৩৩টি (মৌজা-১১২টি, মহল্লা-৪৪২টি) এবং আয়তন-২০৫.৭০ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা-৭৯৬৫৫৬ জন (২০১৭), মোট জনসংখ্যার ৮% বস্তি এলাকায় বসবাস করে। এর হাউজহোল্ড সংখ্যা-১২৪,৭৬৪২ এবং হোল্ডিং সংখ্যা-৫১১৬৩টি (সরকারী-৪৫৮টি এবং বেসরকারী-৫০,৭০৫টি)।

রংপুর নামকরণ নিয়ে অনেক প্রবাদ, কাহিনী ও কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। নামকরণের ক্ষেত্রে লোকমুখে প্রচলিত আছে যে পূর্বের রঙ্গপুর থেকেই কালক্রমে এই নামটি এসেছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে উপমহাদেশে ইংরেজরা নীলের চাষ শুরু করে। এই অঞ্চলে মাটি উর্বর হবার কারণে এখানে প্রচুর নীল চাষ হতো। সেই নীলকে স্থানীয় লোকজন রঙ্গ নামেই জানত। কালের বির্বতনে সেই রঙ্গ থেকে রঙ্গপুর এবং তা থেকেই আজকের রংপুর। অপর একটি প্রচলিত ধারণা থেকে জানা যায় যে, রংপুর জেলার পূর্বনাম রঙ্গপুর। রং এবং পুর শব্দের সমন্বয়ে রংপুর। রং মানে বর্ণীল আর পুর এর অর্থ ভরপুর বা ঐশ্বর্যময়। সুতরাং রংপুর মানে বর্ণীল শহর। রংপুর নাম নিয়ে একটি প্রবচন প্রচলিত আছে- রঙ্গরসে ভরপুর/তারই নাম রংপুর।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে ৩৩৫ কি.মি. উত্তর পশ্চিমে তিস্তা নদীর শাখা বর্তমানে মৃত প্রায় ঘাঘট নদীর তীরে রংপুর শহরের অবস্থান। রংপুর উত্তরাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। ব্রিটিশ শাসনামল হতে প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে রংপুর উত্তরাঞ্চলের জনগণের মিলন কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ১৮৬৯ সালের ১ মে, ৫০.৫৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের জায়গা নিয়ে রংপুর পৌরসভার গোড়াপত্তন হয়। রংপুর সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের রংপুরের স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং দেশের দশম সিটি কর্পোরেশন। ২০১২ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) বিল, ২০০৯-এর মাধ্যমে রংপুর পৌরসভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়। জনসংখ্যার বিচারে দেশের চতুর্থ বৃহৎ নগর রংপুর সিটি কর্পোরেশন। ২০১১ সালের আদম শুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী রংপুর বিভাগের জনসংখ্যা ১,৫৭,৮৭,৭৫৮ জন। যা সারা দেশের জনসংখ্যার ১১%। রংপুর শহরের জনসংখ্যা ৫,৮৪,৪৪৮ জন। রংপুর জেলার জনসংখ্যা ২৮,৮১,০৮৬ জন। দেশের মোট শহুরে জনসংখ্যার ৬% বসবাস করে রংপুর শহরে।

১১ এপ্রিল, ২০১৯ সালের হাল নাগাদকৃত সিটি কর্পোরেশনের ওয়েব সাইটের তথ্য অনুযায়ী মোট জনবসতি ৭৯৬৫৫৬ (পুরুষ ৩৯৮২৮২ জন, মহিলা ৩৯৮২৭৪ জন)। মূলস্রোতধারার জনসংখ্যার পাশাপাশি কিছু উপজাতির বসবাস রয়েছে এ শহরে। উপজাতির মধ্যে ওরাও, পাহাড়ী, মুশহর, সাঁওতাল, পাহান, তুরি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এখানে রয়েছে শতবর্ষের কারমাইকেল কলেজ, তাজহাট জমিদার বাড়ি, কেরামতিয়া মসজিদ, টাউন হল, বেগম রোকেয়ার নিবাস ইত্যাদি। এছাড়াও এ শহরে রয়েছে রংপুর মেডিকেল কলেজ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যাডেট কলেজসহ ২৮টি কলেজ, ৫৪টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২৪০টি মাদ্রাসা, ১৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ শহরের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫% শিক্ষিত জনগোষ্ঠী

[১] রংপুর জেলা ওয়েব পোর্টাল এর তথ্য অনুসারে।

ভূমির ব্যবহার

রংপুর শহরের ভূপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা ৩১.১৬১ মি.এমএসএল। এখানকার ৮০% মাটি তিস্তা বিধৌত পাললিক ভূমি এবং অপর ২০% বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত। বছরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩২.৩ ও ১১.২ ডিগ্রী সেঃ। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২১৯.৪৫ মিঃমিঃ। আবহাওয়ার এই অনুকূল পরিবেশ রংপুরের প্রকৃতিকে করেছে সবুজ-শ্যামল। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে বিস্তর কৃষি জমি, জলাশয়ের মধ্যে চিকলী, নাচনা ও কুকরুল বিল এবং নদ-নদী সমূহের মধ্যে তিস্তা, যমুনেশ্বারি, করতোয়া, আখিরা এবং ঘাঘট উল্লেখযোগ্য। শহরের অন্যতম কৃত্রিম জলাশয় শ্যামাসুন্দরী খাল। ১৬ কি.মি. দীর্ঘ এই খালটি খনন করেন রংপুরের জমিদার শ্যামাসুন্দরীর পুত্র রাজা জানকীবল্লভ সেন। রংপুর শহরে মশার উপদ্রব ঠেকাতে তিনি "শ্যামা সুন্দরী খাল" খনন করেন। রংপুর অঞ্চলকে তামাকের জন্য বিখ্যাত বলা হয়। রংপুরে প্রচুর পরিমানে ধান-পাট-আলু-আখ ও তেলবীজ উৎপাদিত হয়। এখানকার উৎপাদিত হাড়ি-ভাঙ্গা আম সারা দেশে বেশ সমাদৃত। শতরঞ্জি এ অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী কারুপণ্য।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৬০% এলাকা কৃষি জমি। এ শহরের নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, সেবা খাত, কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প, ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা এবং কুটির শিল্প যা কর্মসংস্থান তৈরী করেছে। এ ছাড়া এনজিও কার্যক্রম শহরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়-ব্যয় জরিপ-২০১৬ অনুসারে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের হার যেখানে ২৪.৩% সেখানে সব বিভাগের মধ্যে রংপুর বিভাগে দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশী ৪৭.২%।

১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বিসিক ২০.৬৮ একর জমিতে ৮২টি শিল্প প্লট রয়েছে, এখানকার ৮২ টি শিল্প প্লটে ২৬টি শিল্প কারখানার মধ্যে ২৫টি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পাট ও তুলা ভিত্তিক টেক্সটাইল এবং অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদন করছে। এখানে ২৩২০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড, আকিজ, প্রাইম, ভরসা প্রভৃতি জাতীয় পর্যায়ের বেশকিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। হস্ত শিল্প বিশেষত শতরঞ্জি শিল্প এখানকার ঐতিহ্যবাহী কুটিরশিল্প।

সারণি: ১.১ রংপুর শহরের অভিক্ষেপিত জনসংখ্যা

মোট জনসংখ্যা	২০১৪	২০১৯	২০২৪	২০২৯	২০৩৪
	৫৮৫৬২২	৭১৩৫৪১	৮৮০৮০৮	১১৩৭৫৯৯	১৫৭৮৬০৫

উৎস: ২০১১ সালের জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ডাটা থেকে অভিক্ষেপন।

সারণি: ১.২ রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার আবাসন ব্যবস্থার চিত্র: মাঠ জরিপ, ২০১২-২০১৩

৩৩ টি ওয়ার্ডে বাড়ির অবস্থা	গঠন				সর্বমোট
	কাঁচা	পাকা	সেমি পাকা	ঝুপড়ি	
	১৪৫৯২১	১৪২৯৯	৪৭৩৫৪	১২২৭	২০৮৮০১

উৎস: Preparation of Master Plan for Rangpur City Corporation, District Town Infrastructure Development Program (DTIDP), Draft Survey Report (Volume-1), November, 2013, p.IV-4.

উপরোক্ত সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এখনো আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন সেভাবে হয়নি। এ প্রসঙ্গে নগর পরিকল্পনাবিদ নজরুল ইসলাম বলেন, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আবাসন ব্যবস্থার ৪০% আবাসিক এলাকা যার ২০% উন্নত। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি আবাসন ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব।

জাতীয় প্রেক্ষাপটে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অবস্থান-

- বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের বিভাগীয় শহর ও রংপুর জেলার প্রশাসনিক কার্যক্রম এ শহরে সম্পন্ন হয়।
- এ শহরে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১১% এবং শহুরে জনসংখ্যার ৬% জনসংখ্যার আবাস।
- এ শহরে রংপুর বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।
- চিকিৎসা সেবার জন্যও এ শহর খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- কৃষিজাত পণ্যের অন্যতম প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র।
- বিভিন্ন খনিজ সম্পদের উৎসের কাছাকাছি অবস্থান।
- সমগ্র দেশে পাটকলগুলির জন্য কাঁচা পাট সরবরাহের অন্যতম প্রধান উৎস।
- স্থানীয় লালবাগ হাট দেশের অন্যতম গবাদী পশুর প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র।
- সমগ্র দেশের উৎপাদিত বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের অন্যতম ভোক্তা গোষ্ঠীর বসবাস এ শহরে।
- হাড়িভাঙ্গা আম দেশের পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানী করা হচ্ছে এ শহর থেকে।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

আলোচ্য গ্রন্থ রচনায় পিকেএসএফ ও ইএসডিও এর স্টাফদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য, রংপুর সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য, রংপুর সিটি সংক্রান্ত বই/পুস্তক, ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং ঋণ গ্রহণকারীদের উপর ঙউক সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত ইঋঝ এর মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্য এবং তা সফটওয়ার এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে এ গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থ রচনায় পিকেএসএফ-এর স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ কার্যক্রমের জন্য পুস্তিকা প্রকাশের আউটলাইন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ অনুসরণ করা হয়েছে।

অধ্যায় কাঠামো

সাতটি অধ্যায়ে এ পুস্তিকাটির বিষয়গুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও আবাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আবাসন ঋণের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইএসডিও এর আবাসন ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসন ঋণ এর সার্বিক প্রভাব তথা ঋণ গ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে কেস স্টাডি এর মাধ্যমে কয়েকজন আবাসন ঋণ গ্রহণকারীর অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ফটো অ্যালবাম এ আবাসন ঋণ গ্রহণকারীর ঋণ গ্রহণের আগের ও পরের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে আবাসন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার শিখন ও চ্যালেঞ্জ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

---

[২] সাক্ষাৎকার, নজরুল ইসলাম, নগর পরিকল্পনাবিদ, রংপুর সিটি কর্পোরেশন (২০২২)।

আবাসন ঋণের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা

বাংলাদেশে শহর ও গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত আবাসনের অভাব রয়েছে। ২০০১-২০১১ সাল পর্যন্ত দেশের শহরাঞ্চলের আবাসনের ঘাটতি ১১.৩ লক্ষ ইউনিট হতে ৪৬ লক্ষ ইউনিটে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সাল পর্যন্ত অভিক্ষিত ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৮৫ লক্ষ ইউনিট। এছাড়া প্রায় ২৮% খানা পাকা গৃহে বসবাস করছে, প্রায় ৪৩% খানা অস্থায়ী গৃহে এবং ২৯% খানা আংশিক পাকা গৃহে বসবাস করছে। গ্রামাঞ্চলে আবসন ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৩৫ লক্ষ ইউনিট। (বিবিএস, ২০০১; জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, ২০০৫; ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা)। বাংলাদেশে স্বল্প ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও যথাযথ তেমন ঋণ সেবা না থাকায় দেশে গৃহায়ণ খাতের মোট ঋণস্থিতির মধ্যে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমাণ ১% এর কম। দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ আবাসন খাতে যে পরিমাণে ও ধরণের ঋণ সেবা প্রদান করে তা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অপরদিকে ক্ষুদ্রঋণসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন সময় এ ধরনের ঋণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হলেও তা টেকসইভাবে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি। দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে শহর ও গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীদের চাহিদা ও সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন কর্মকান্ড সফলতার সাথে প্রণয়ন ও পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ অন্যান্য ঋণ কার্যক্রমের মত ইএসডিও এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে আবাসন ঋণ কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইএসডিও ২০১৭ সালের ৯ জুলাই তারিখ হতে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় "লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং প্রকল্প" এর মাধ্যমে সহজ শর্তে আবাসন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আবাসন ঋণের উদ্দেশ্য

নিজস্ব জমিতে আবাসনের উদ্দেশ্য-

১. **নতুন গৃহ নির্মাণ :** নতুন গৃহ নিমার্ণ বলতে ভবন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট নকশা অনুমোদনকারী যথাযথ সরকারি কর্তৃপক্ষের (পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন/ সংশ্লিষ্ট কমিটি) অনুমোদন অনুযায়ী ঋণগ্রহিতার নিজ জমিতে নতুনভাবে আবাসিক ভবন/বাড়ি তৈরী করাকে বুঝাবে। এক্ষেত্রে বসবাস করা হয়নি এমন অসম্পূর্ণ বাড়ির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে বসবাস শুরু করা হলে তা নতুন গৃহ নির্মাণের আওতাধীন হবে।

২. **গৃহ সম্প্রসারণ:** গৃহ সম্প্রসারণ বলতে নির্মাণ সংশ্লিষ্ট নকশা অনুমোদনকারী যথাযথ সরকারি কর্তৃপক্ষের (পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/সংশ্লিষ্ট কমিটি) অনুমোদন অনুযায়ী ঋণগ্রহিতার নিজ জমির ওপর নির্মিত বাড়ির উলম্বিক/আনুভূমিক সম্প্রসারণ করাকে বুঝাবে।

৩. **গৃহ সংস্কার :** গৃহ সংস্কার বলতে বাড়ির মূল অবকাঠামো অটুট রেখে বিদ্যমান কাঠামোয় যেকোন ধরনের উন্নয়ন কাজকে বুঝাবে। (যেমন-দেয়াল/ছাদের প্লাস্টার করা, ছাদ/মেঝে ঢালাই করা, টাইলস লাগানো, রং করা ইত্যাদি)

---

[৩]বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. এ কে এম নুরুজ্জামান ও অন্যান্য, স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ, (ঢাকা: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, ২০২১);

অর্থায়নের অযোগ্যতা

ক্রেডিট লাইন (ঋণের অর্থ) শুধুমাত্র নতুন গৃহ নির্মাণ ও গৃহের সংস্কার/সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য। এক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত কর্মকান্ডসমূহ ক্রেডিট লাইনে অন্তর্ভুক্ত হবে না ঃ ঘর ক্রয় (অর্থাৎ প্রাক বিদ্যমান ঘর সম্পত্তি ক্রয়), কর্তৃত্ব গ্রহণ (ঞধশব-ড়াবৎ/ৎবভরহধহপব) গৃহায়ণ ঋণ, গৃহ-অংশিদারিত্বের (হোম ইকুইটি) ঋণ/পুনঃঅর্থায়ন, টপ-আপ ঋণ, সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ, ভূমি ঋণ, গৃহ নির্মাণ ভিন্ন অন্য কোন কাজের জন্য, ঋণের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ/অনাবাসিক সীমানা ক্রয়। এছাড়াও ক্রেডিট লাইন অবকাঠামোসহ অথবা অবকাঠামো ব্যতীত কোন জমি/আবাসন-প্লট ক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য নয়। উপরন্তু, সংশ্লিষ্ট অর্থায়নের ক্ষেত্রে, ভূ-সম্পত্তির ভোগ-দখলে না থাকলে সম্ভাব্য সদস্যকে ঋণ প্রদান করা যাবে না। ঋণ কোনভাবেই গৃহায়ণ ব্যতীত অন্য কাজে প্রদানযোগ্য হবে না।

লক্ষ্যভুক্ত ঋণগ্রহিতার বৈশিষ্ট্য

ক) খানার মাসিক আয় ১০,০০০-৪৮,০০০ টাকা।
খ) মূল ও সহ আবেদনকারীর বয়স ২১-৬০ বছর।
গ) নির্বাচিত পৌরসভার স্থায়ী অধিবাসী ।
ঘ) নির্বাচিত পৌরসভায় নিজস্ব জমিতে (ন্যূনতম ০.৮ শতাংশ) প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম আদর্শ মেনে আবাসনের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগে ইচ্ছুক।
ঙ) প্রস্তাবিত ঋণ নির্ধারিত তফসিল অনুযায়ী পরিশোধের সক্ষমতা রয়েছে (মাসিক কিস্তির পরিমাণ পরিবারের মাসিক আয়ের ২৫%-এর বেশি নয়)।
চ) নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট আছে।
ছ) সংস্থার বর্তমান সদস্যরা অন্যান্য ঋণের পাশাপাশি এ ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। সদস্য না হলে সদস্য হিসেবে ভর্তি হতে হবে।

এক নজরে আবাসন ঋণের মূল বৈশিষ্ট্য-

বিবরণ	পিকেএসএফ পর্যায়	মাঠ পর্যায়
ঋণের সীমা	মাঠের চাহিদা অনুযায়ী	সর্বোচ্চ ২.৫০ ও ৫ .০০ লক্ষ টাকা [১]
ঋণের মেয়াদ	সর্বোচ্চ ৬ বছর	সর্বোচ্চ ৫ বছর
সার্ভিস চার্জের হার [(২)]	বাৎসরিক ৪.০০%	বাৎসরিক সর্বোচ্চ ১২.০০%
কিস্তি	ত্রৈমাসিক	মাসিক (ইএমআই)
গ্রেস পিরিয়ড	৬ মাস	নেই
ঋণ ঃ সমতা	৯ ঃ ১	৪ ঃ ১

[৪]মুদ্রাস্ফীতির সাথে মিল রেখে পরিবর্তন যোগ্য
[৫]মাসিক আয়ের সীমা যথাক্রমে ১০,০০০-২৫,০০০ টাকা ও ২৫,০০১-৪৮,০০০ অনুসারে।
[৬]ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতি অনুযায়ী।

ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়

ঋণগ্রহিতাদের নিকট থেকে মাসিক কিস্তির মাধ্যমে ঋণ কিস্তি আদায় করতে হবে। সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে হতে হবে। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কিস্তি ছাড়া অন্য প্রতিটি কিস্তিতে আদায়যোগ্য অর্থের মোট পরিমাণ (আসল+সার্ভিস চার্জ) সমান হবে। ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে দৈনিক সূচকের ভিত্তিতে ব্যবহৃত দিনের উপরে সরল হিসাবে সার্ভিস চার্জ হিসাব করতে হবে।

আবাসন ঋণ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ধাপ (গাইডলাইন)

পিকেএসএফ প্রণীত 'আবাসন ঋণ' কার্যক্রমটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত এগারটি ধাপ চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. জরিপ সম্পাদন ও প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত
২. সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতাদের সাথে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন
৩. আর্থিক সক্ষমতা যাচাই
৪. প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও বাজেট যাচাই
৫. পরিবেশ সংক্রান্ত চেকলিস্ট পূরণ
৬. ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণ
৭. প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই
৮. ঋণ আবেদন যাচাই ও অনুমোদন
৯. ঋণ চুক্তিপত্র ও অঙ্গিকারনামা সম্পাদন
১০. ঋণ বিতরণ
১১. ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়

জরিপ সম্পাদন ও প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত

শাখা পর্যায়ে কর্মরত স্টাফরা প্রাথমিক জরিপ সম্পাদনের মাধ্যমে বিবেচনা করে ঋণ নিতে আগ্রহী এমন সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতার তালিকা প্রস্তুত করবে। এক্ষেত্রে ঋণের উদ্দেশ্য (গৃহ নির্মাণ, সংস্কার বা সম্প্রসারণ) অনুযায়ী পৃথক তালিকা তৈরী করতে হবে এবং ঋণগ্রহিতার আনুমানিক মাসিক আয় ও সম্ভাব্য মোট ব্যয় ও প্রস্তাবিত ঋণের পরিমাণসহ প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতাদের সাথে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন

সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতাদের সাথে আলোচনা ও প্রদানকৃত তথ্য প্রাথমিক যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক তালিকা হতে পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে এমন সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতারও সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

আর্থিক সক্ষমতা যাচাই

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতার আয়-ব্যয়ের উৎস ও পরিমাণ যাচাই করবে এবং প্রস্তাবিত ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও সে অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য সম্ভাব্য ঋণকিস্তি এবং তার বিদ্যমান অন্যান্য দেনার সাথে আয়ের তুলনা করে তার আর্থিক সক্ষমতা যাচাই করতে হবে।

প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও বাজেট যাচাই

প্রস্তাবিত ঋণের কিস্তি পরিশোধের সক্ষমতা পরিলক্ষিত হলে সংস্থার প্রকৌশলী সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতার সাথে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে এবং তার বাজেট যাচাই করবে। সার্বিকভাবে চূড়ান্ত প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও বাজেট সন্তোষজনক হলে সংস্থার প্রকৌশলী তা মৌখিকভাবে শাখাকে অবহিত করবে।

পরিবেশ সংক্রান্ত চেকলিস্ট পূরণ

গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার পর সংস্থার প্রকৌশলী প্রকল্প নির্ধারিত পরিবেশগত চেকলিস্ট পূরণ করবেন। এ ক্ষেত্রে সন্তোষজনক মান অর্জন ঋণ অনুমোদনের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণ

ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা ও প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও বাজেট সন্তোষজনক হলে সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতা ঋণ আবেদনপত্র পূরণ করবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ শাখা ব্যবস্থাপক বরাবর ঋণ আবেদন করবে। উল্লেখ্য, ঋণ আবেদনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতা তার উপস্থাপিত গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা ও বাজেট অনুযায়ী ঋণের কিস্তির সংখ্যা, ঋণের পরিমাণ ও ঋণ গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখ করবেন।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই

উপরোক্ত তথ্য সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচাই বাছাই পূর্বক ঋণগ্রহিতা কর্তৃক জমাকৃত আবেদন আবেদন পত্রে সংশ্লিষ্ট অংশে স্বাক্ষর করবেন।

ঋণ আবেদন যাচাই ও অনুমোদন

ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণ করার পর তা যাচাই করে সঠিক হিসেবে প্রতীয়মান হলে আবেদনকারীকে চূড়ান্তভাবে যোগ্য হিসেবে গণ্য করা হবে।

ঋণ চুক্তিপত্র ও অঙ্গিকারনামা সম্পাদন

ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণ করার পর তা যাচাই করে সঠিক হিসেবে প্রতীয়মান হলে শাখা ব্যবস্থাপক চুক্তিপত্র ও অঙ্গিকারনামা সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আর্থিক সক্ষমতা যাচাই

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতার আয়-ব্যয়ের উৎস ও পরিমাণ যাচাই করবে এবং প্রস্তাবিত ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও সে অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য সম্ভাব্য ঋণকিস্তি এবং তার বিদ্যমান অন্যান্য দেনার সাথে আয়ের তুলনা করে তার আর্থিক সক্ষমতা যাচাই করতে হবে।

প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও বাজেট যাচাই

প্রস্তাবিত ঋণের কিস্তি পরিশোধের সক্ষমতা পরিলক্ষিত হলে সংস্থার প্রকৌশলী সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতার সাথে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে এবং তার বাজেট যাচাই করবে। সার্বিকভাবে চূড়ান্ত প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও বাজেট সন্তোষজনক হলে সংস্থার প্রকৌশলী তা মৌখিকভাবে শাখাকে অবহিত করবে।

পরিবেশ সংক্রান্ত চেকলিস্ট পূরণ

গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার পর সংস্থার প্রকৌশলী প্রকল্প নির্ধারিত পরিবেশগত চেকলিস্ট পূরণ করবেন। এ ক্ষেত্রে সন্তোষজনক মান অর্জন ঋণ অনুমোদনের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণ

ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা ও প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও বাজেট সন্তোষজনক হলে সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতা ঋণ আবেদনপত্র পূরণ করবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ শাখা ব্যবস্থাপক বরাবর ঋণ আবেদন করবে। উল্লেখ্য, ঋণ আবেদনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতা তার উপস্থাপিত গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা ও বাজেট অনুযায়ী ঋণের কিস্তির সংখ্যা, ঋণের পরিমাণ ও ঋণ গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখ করবেন।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই

উপরোক্ত তথ্য সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচাই বাছাই পূর্বক ঋণগ্রহিতা কর্তৃক জমাকৃত আবেদন আবেদন পত্রে সংশ্লিষ্ট অংশে স্বাক্ষর করবেন।

ঋণ আবেদন যাচাই ও অনুমোদন

ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণ করার পর তা যাচাই করে সঠিক হিসেবে প্রতীয়মান হলে আবেদনকারীকে চূড়ান্তভাবে যোগ্য হিসেবে গণ্য করা হবে।

ঋণ চুক্তিপত্র ও অঙ্গিকারনামা সম্পাদন

ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণ করার পর তা যাচাই করে সঠিক হিসেবে প্রতীয়মান হলে শাখা ব্যবস্থাপক চুক্তিপত্র ও অঙ্গিকারনামা সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঋণ বিতরণ

১. ঋণ চুক্তিপত্র সম্পাদনের দিন ঋণ গ্রহিতার অনুকূলে অনুমোদিত ঋণের প্রথম কিস্তির টাকা একাউন্ট পেয়ি (Account Payee) এই চেকের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে এবং তার পোষ্টিং নিশ্চিত করতে হবে।

২. বিকেল ৩টার পূর্বে চেক বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. ঋণ গ্রহীতাকে আবাসন ঋণের জন্য নির্ধারিত পাস বই / প্রোফাইল সরবরাহ করতে হবে।

৪. একক কিস্তিতে সম্পূর্ণ ঋণ বিতরণ করা হলে ঋণ গ্রহিতার ঋণ পরিশোধ তফশিল ঋণ বিতরণের দিনই পাস বই/প্রোফাইলের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে।

৫. একাধিক কিস্তির ঋণের ক্ষেত্রে-

- ঋণ গ্রহীতা ঋণ গ্রহণের পূর্বের পালনীয় শর্তাবলী (অনুমোদনপত্রে উল্লেখিত) নিশ্চিত করে শাখা ব্যবস্থাপক বরাবর ঋণ ছাড়করণের আবেদন করবেন। শাখা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টাফরা গৃহ নির্মাণের অগ্রগতি সরেজমিনে যাচাই করবেন এবং এ সংক্রান্ত ছবি সফটওয়্যারে আপলোড সাপেক্ষে পরবর্তী কিস্তি ছাড়করণের সুপারিশ করবেন এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঋণ প্রদানের অগ্রগতি যাচাইয়ান্তে অগ্রগতি প্রতিবেদন সম্পন্ন করে ঋণ অনুমোদন করবেন।
- শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ গ্রহিতার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ঋণ বিতরণের দিন নির্ধারণ করবেন। সদস্যকে উক্ত তারিখ পর্যন্ত ব্যবহৃত ঋণের স্থিতির বিপরীতে সার্ভিস চার্জের পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত করবেন।
- ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক উল্লেখিত সার্ভিস চার্জ পরিশোধ নিশ্চিত পূর্বক ঋণ অঙ্গীকারনামা সম্পাদনের মাধ্যমে ঋণ কিস্তি বিতরণ করতে হবে।
- ইতোপূর্বে প্রদানকৃত পাস বইয়ের সাথে সফটওয়্যার জেনারেটেড ঋণ স্থিতির বিবরণ স্ট্যাপলার করে দিতে হবে।
- পরবর্তী কিস্তির ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- সর্বশেষ কিস্তি বিতরণ সম্পন্ন করে ঋণ গ্রহিতার ঋণ পরিশোধ তফশিল ঋণ বিতরণের দিনই পাস বইয়ের সাথে স্ট্যাপলার করে দিতে হবে।

ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়

১. যে তারিখেই ঋণ বিতরণ হোক প্রতি মাসের ৭ তারিখ হবে কিস্তি আদায়ের জন্য নির্ধারিত দিন এবং সে অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের তফশিল তৈরী হবে।

২. সর্বশেষ কিস্তি যদি মাসের ৭ তারিখের পূর্বে বিতরণ হয় তবে একই মাসের ৭ তারিখ হতে ঋণ কার্যকর হবে এবং পরবর্তী মাসের ৭ তারিখ হবে ১ম কিস্তি প্রদানের তারিখ। অপরদিকে সর্বশেষ কিস্তি যদি মাসের ৭ তারিখ বা তার পরে বিতরণ হয় তবে পরবর্তী মাসের ৭ তারিখ হতে ঋণ কার্যকর হবে এবং তার পরবর্তী মাসের ৭ তারিখ হবে ১ম কিস্তি প্রদানের তারিখ।

৩. ঋণ কার্যকর হওয়ার পূর্বেই ঋণ কার্যকর হওয়ার দিন পর্যন্ত ঋণের স্থিতির বিপরীতে প্রদেয় সার্ভিস চার্জের পরিমাণ সম্পর্কে সদস্যকে অবহিত করতে হবে এবং সময়মত সার্ভিস চার্জও আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

৪. ঋণ গ্রহিতা নির্ধারিত কিস্তি অনুযায়ী ব্যাংক চেকের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করবে।

ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কিস্তি ছাড়া অন্য প্রতিটি কিস্তিতে আদায়যোগ্য অর্থের মোট পরিমাণ (আসল+সার্ভিস চার্জ) সমান হবে। ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে মাসিক সূচকের ভিত্তিতে সার্ভিস চার্জ হিসাব করা হবে।

৬. সকল কিস্তি ৭ তারিখে জমা হবে ধরে নিয়ে প্রাথমিক ঋণ পরিশোধের তফসিল তৈরী করা হবে যা ঋণগ্রহিতাকে সরবরাহ করা হবে। তবে প্রকৃত অবস্থায় নির্ধারিত তারিখের পূর্বে কিস্তি জমা হলে মোট কিস্তিতে সার্ভিস চার্জের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হবে এবং আসলের পরিমাণ বেড়ে যাবে। এভাবে সকল কিস্তি পরিশোধের সময়ের উপর ভিত্তি করে সর্বশেষ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

৭. যে কোন আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথমে সর্বশেষ প্রারম্ভিক ঋণস্থিতি ও তা ব্যবহারের দিন অনুযায়ী নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ হিসাব করে প্রথমে তা আদায় করতে হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ আসল হিসেবে আদায় হবে।

৮. আদায়যোগ্য ও বকেয়া

প্রাথমিক ঋণ পরিশোধের তফসিল অনুযায়ী মাসিক কিস্তির পরিমাণ যা হবে তাই উক্ত মাসের মোট আদায়যোগ্য (আসল+সার্বিক চার্জ) বলে বিবেচিত হবে। ঋণ কিস্তি যে দিনই পরিশোধ হোক না কেন মোট আদায়যোগ্য পরিবর্তিত হবে না। তবে এক্ষেত্রে, যে মাসে কিস্তি আদায়যোগ্য সেই মাসে-

* নির্ধারিত তারিখের পূর্বে কিস্তি পরিশোধ করলে সার্ভিস চার্জ আদায়যোগ্য কমে আসবে এবং আসল আদায়যোগ্য একই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

* নির্ধারিত তারিখের পরে কিস্তি পরিশোধ করলে সার্ভিস চার্জ আদায়যোগ্য বৃদ্ধি পাবে এবং আসল আদায়যোগ্য একই পরিমাণে কমে আসবে।

৯. বকেয়া

কোন মাসের আদায়যোগ্য অর্থ অপরিশোধিত থাকলে বা আংশিক পরিশোধিত হলে অপরিশোধিত অর্থকে মোট বকেয়া হিসাবে গণ্য করতে হবে।

১০. প্রি-পেমেন্ট

ঋণগ্রহিতা তার অবশিষ্ট পরিশোধযোগ্য কিস্তি হতে এক বা একাধিক কিস্তির অর্থ অগ্রীম পরিশোধ করতে পারবেন। যে মাসে কিস্তি আদায়যোগ্য হবে তার পূর্ববর্তী কোন মাসে সেই কিস্তি প্রদান করলেই তা কেবলমাত্র অগ্রীম আদায় হিসাবে বিবেচিত হবে। অগ্রীম কিস্তির ক্ষেত্রেও প্রারম্ভিক ঋণস্থিতি ও তা ব্যবহারের দিন অনুযায়ী নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ হিসাব করে প্রথমে তা আদায় করতে হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ আসল আদায় হিসেবে দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে মোট পরিশোধযোগ্য কিস্তির পরিমাণ ও ঋণ পরিশোধের মেয়াদ কমে আসবে তবে পরবর্তী মাসের কিস্তি আদায়যোগ্য হিসাবে দেখাতে হবে।

১১.আর্লি সেটেলমেন্ট

ঋণ গ্রহিতা যে কোন দিনে ঋণস্থিতির পরবর্তী ঋণস্থিতির (আসল) পাশাপাশি উক্ত ঋণ যেদিন পূর্ণ পরিশোধ হবে সেদিন পর্যন্ত ব্যবহারের দিন হিসাব করে সে অনুযায়ী নির্ধারিত হারে হিসাবকৃত সার্ভিস চার্জ এবং উক্ত ঋণস্থিতির ১% অগ্রীম পূর্ণ পরিশোধ চার্জ হিসাবে আদায় করতে হবে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইএসডিও এর আবাসন ঋণ কার্যক্রম

প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার সার সংক্ষেপ

স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ (এলআইসিএইচএসপি) প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বল্প আয়ের মানুষের হাতের নাগালে গৃহ নির্মাণ ঋণ পৌঁছে দেয়া। প্রকল্পের শুরুতেই তাই মাসিক আয়ের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে ১০,০০০-২৫,০০০ টাকা আয়ের জনগোষ্ঠীকে বলা হয়েছে নিম্ন আয়ের এবং ২৫,০০০ টাকা এর উপরের আয়ের জনগোষ্ঠীকে বলা হয় নিম্ন-মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠী।

সারণি: ৩.১ ইএসডিও কর্তৃক রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় খওঈঐঝচ আবাসন ঋণ কার্যক্রম

শাখার নাম	মোট ঋণ বিতরন	মোট ঋণ স্থিতি	LICHSP ঋণ বিতরন	LICHSP ঋণ স্থিতি	আদায়	সার্ভিসচার্জ আদায়	LICH SP OTR
রংপুর সদর	৫১৬,৬০৭,০০০	৬৫,৬৮৮,১৫৫	৪৬২৮৯০০০	৩০,৮০৭,২১৪	১৫,৪৮১,৭৮৬	৬৯৮০৭৬৪	৯৮%
মাহিগঞ্জ	৫১০,০৭১,০০০	৫৫,৮৬৪,৬২৭	৪৪৯৪০০০০	২৪,৬৬৪,৪৪৮	২০,২৭৫,৫৫২	৬৩১১১৩৭	৯৮%
ক্যান্টনম্যান্ট	৫২৫,৭৯৩,০০০	৮১,৮১৬,৭১২	৫০৮২৪০০০	৩৬,৪৬৯,৯৩৩	১৪,৪৫৪০৬৭	৬,৩১২,৬৮৫	৯৯%
সর্বমোট	১৫৫,২৪,৭১০০০	২০৩,৩৬৯,৪৯৪	১৪২,০৫৩,০০০	৯১,৯৪১,৫৯৫	৫০২১১৪০৫	১৯৬০৪৫৮৬	৯৮%

সারণি: ৩.২ ইএসডিও কর্তৃক রংপুর সদর এলাকায় খওঈঐঝচ আবাসন ঋণকার্যক্রম, ২০১৫-২০২১
শাখার নামঃ রংপুর সদর, প্রজেক্ট বাস্তবায়নকালীন বছরগুলোর আর্থিক অবস্থা

ক্রমিক নং	অর্থবছর	মোট ঋণ স্থিতি	এলআইসিএইচএসপি ঋণ স্থিতি	মোট সঞ্চয় স্থিতি	এলআইসিএইচএসপি সঞ্চয় স্থিতি	শাখার উদ্বৃত্ত
১	২০১৫-২০১৬	২৪৭৫৫০৯৩	০	১০৭২৪৪৩৭	০	৪৪৭৬০৬৫
২	২০১৬-২০১৭	৩১৬১৩৩৫৮	০	১০৭২৪৪৩৭	০	১৭১০৮৩০
৩	২০১৭-২০১৮	৪০০৪২৩০৪	৭৭২২৯৭৫	১৬৩২৭০৯৬	৪০৬৩৮৬	২৭৫৬৮৬১
৪	২০১৮-২০১৯	৫৮৯২৮৩৪৪	২৪০৫৫১৫৫	২১৪৬৩৪২০	২৩৯৪০৬০	৩৪৮৭২৯
৫	২০১৯-২০২০	৬১৩২৩৮৩৩	২৩৮৮২০৫৩	২৩৫৪৬৪৩৬	৩৪৭১৬৭৪	২৭২৫৩৯৯
৬	২০২০-২০২১	৬৬৩৪৫৭৯৫	৩২৫৩৪০৩৩	২৩৬৯০৭৬০	৬৫১৩০২২	১৮৮১১২০
		২৮৩০০৮৭২৭	৮৮১৯৪২১৬	১০৬৪৭৬৫৮৬	১২৭৮৫১৪২	১৭০৩৭৫৫৪

সারণি: ৩.৩ ইএসডিও কর্তৃক মাহিগঞ্জ এলাকায় আবাসন ঋণ কার্যক্রম, ২০১৫-২০২১
শাখার নামঃ মাহিগঞ্জ, প্রজেক্ট বাস্তবায়নকালীন বছরগুলোর আর্থিক অবস্থা

ক্রমিক নং	অর্থবছর	মোট ঋণ স্থিতি	এলআইসিএইচএসপি ঋণ স্থিতি	মোট সঞ্চয় স্থিতি	এলআইসিএইচএসপি সঞ্চয় স্থিতি	শাখার উদ্বৃত্ত
১	২০১৫-২০১৬	২৭২৭৯৮৫৬	০	১৩৯২২৭২১	০	৫৪৫৬৩৮৬
২	২০১৬-২০১৭	২৯৮০২৯৩৩	০	১৪৬১৮০৭৬	০	২৮১১৮৬৪
৩	২০১৭-২০১৮	৩৭৬৯৮৬০৫	৭৪২৫০৮৯	১৪৫২৬২৫৯	৪৭৬০৪৪	২৮৩৮৬০২
৪	২০১৮-২০১৯	৫০৩৪৪৪১৮	১৮৬৮৯৫২	১৬৯২৫০৭৭	২৭২৭৬২৩	৩০২৬৪২১
৫	২০১৯-২০২০	৫৪৯৮৭৩৫৭	১৯৬৫২৪২৬	১৯৯২৭২৩৯	৪০৫৭৭৫৬	২৩২৪৩৮৩
৬	২০২০-২০২১	৫৬২৯৭৩৯৫	২৫৫৬৮২০১	১৭৪৯৫৪১৩	৫২১২৯৯২	২৯৩৩৫৭৭
		২৫৬৪১০৫৬৪	৭১৩৩৫২২৮	৯৭৪১৪৭৮৫	১২৪৭৪৪১৫	১৯৩৯১২৩৩

সারণি: ৩.৪ ইএসডিও কর্তৃক মাহিগঞ্জ এলাকায় আবাসন ঋণ কার্যক্রম, ২০১৫-২০২১
শাখার নামঃ ক্যান্টনমেন্ট, প্রজেক্ট বাস্তবায়নকালীন বছরগুলোর আর্থিক অবস্থা

ক্রমিক নং	অর্থবছর	মোট ঋণ স্থিতি	এলআইসিএইচএসপি ঋণ স্থিতি	মোট সঞ্চয় স্থিতি	এলআইসিএইচএসপি সঞ্চয় স্থিতি	শাখার উদ্বৃত্ত
১	২০১৫-২০১৬	২৭৮৪৭৪২৪	০	১১১৬৯৭৩৮	০	৪১৬৩৮২০
২	২০১৬-২০১৭	৩৬৬৪৭৩৭২	০	১৪২৩৩৭৯৪	০	২৪৭১৪৫৮
৩	২০১৭-২০১৮	৫০১৪৭২২৯	৬৮৬৯২১৮	১৫৩৪৩২২৮	২১৪৯৪৮	৩১৪৫০০৩
৪	২০১৮-২০১৯	৬১৫২৮৭৪৩	১৮৪৭৪৭৮৮	১৭০৯৭৬০৮	১৪৬৮৬৩৩	৪২৯৭৪৫৭
৫	২০১৯-২০২০	৬৭৭৭৭৭১৩	২০৯৫৫৩০০	২০০৬৬৩৩২	২৩০৪২১১	৩১৭৪৪৭৫
৬	২০২০-২০২১	৮৩৫৭১৩৪০	৩৭৯০১৮৫০	১৯৯৫২৮৪৫	৫০২৯৮৯২	৩৭০০০৪৪

৩.১ সাধারণ পরামিতি

- **প্রকল্প এলাকাঃ** রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
- শাখার সংখ্যা: ৩ (মাহিগঞ্জ, রংপুর সদর ও ক্যান্টনমেন্ট)।
- **ঋণগ্রহীতার সংখ্যা:** ৫৩৭ জন।
- **মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা:** ২,৩৪০ সংখ্যা (প্রকৃত ভিত্তিতে)।
- **মোট বিতরণ:** ১৭৮.৫০৩ মিলিয়ন টাকা (নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত)।
- **গড় ঋণের আকার:** ৩৩২.৪ হাজার/ঋণগ্রহিতা। নিম্ন ও নিম্ন মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে তা যথাক্রমে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা এবং ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা।
- **সম্পূর্ণ পরিশোধ:** ১৪০ জন (২৬.০৭%)।
- **নির্মাণের ধরন:** নতুন ৩৯.১%, মেরামত ৫০.৮% এবং এক্সটেনশন ১০.১%।
- **নির্মাণের ধরন অনুসারে বিতরণ:** নতুন ৪৪.৯%, মেরামত ৪৩.১% এবং এক্সটেনশন ১২.০%।
- **সর্বোচ্চ চাহিদা সংখ্যা:** সংখ্যা অনুসারে মেরামত-এর চাহিদা সব থেকে বেশি (৫০.৮%)।
- **সর্বাধিক বিতরণ:** পরিমাণ অনুসারে নতুন নির্মাণ খাতে বিতরণ সর্বাধিক (৪৪.৯%)।
- **নির্মাণকৃত ফ্লোরের গড় আয়তন:** ১০৭০ বর্গফুট। ● একটি ঋণ বিতরণের গড় সময়কাল: ৪১ দিন।
- **ঋণ প্রক্রিয়ার গড় সময়কাল:** ১০ দিন।

৩.২ সামাজিক পরামিতি

- **নারী সদস্য:** ঋণ গ্রহিতার ৩৯.৮৫% নারী।
- **পুরুষ সদস্য:** ঋণ গ্রহিতার ৬০.১৫% পুরুষ।
- **সংখ্যালঘু অন্তর্ভুক্তি:** মোট ঋণ গ্রহিতার ৫.০৩% হিন্দু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী।
- **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্তি:** ২ জন হরিজন ৪ লক্ষ টাকা করে মোট ৮ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন।
- **উপজাতি জনগণ:** সহযোগী সংস্থা উপজাতিদের জন্য গৃহ ঋণের অনুমতি দিতে আগ্রহী হলেও মাঠ পর্যায়ে আগ্রহী সদস্য পাওয়া যায়নি।
- **হাউজিং লোনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা:** ৯০.৫% ঋণ গ্রহিতা নতুন সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে রংপুর সদর শাখার আওতায় সর্বাধিক নতুন সদস্য (৯৫.৭%) দেখা গিয়েছে। মোট বিতরণের ৮৯.২% অর্থ নতুন সদস্যরা গ্রহণ করেছে।
- **সামাজিক উন্নয়ন:** ঋণ গ্রহিতার জীবনে কিছু অগণনীয় মূল্য যোগ করা হয় যেমন সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্মান এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ। উল্লেখ্য, সদস্যের মৃত্যুর পর ঋণ পরিশোধের জন্য বাড়ি বিক্রি করতে হয় না, সংস্থা হতে ডেথ রিস্ক ফান্ড (ডিআরএফ)-এর সহায়তায় তা পরিশোধ করা হয়। এ পর্যন্ত রংপুর শহরের ৫ জন মৃত সদস্যের মোট ১২,৬৫,৪২৪ টাকার ঋণ ডিআরএফ হতে পরিশোধ করে সদস্যদের পরিবার সমূহকে ঋণমুক্ত করা হয়েছে।
- **অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া:** প্রতিকারের জন্য শাখা পর্যায়ে অভিযোগ খাতা রয়েছে। অভিযোগ নিরসনের জন্য জিআরএম ফোকাল পার্সন আছেন যারা কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
- **আয় বৃদ্ধি:** ভাল স্বাস্থ্য ও ভাল মনে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের নিরাপত্তার ভাবনা কমে গেছে। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমে গেছে। বাড়ির জায়গা কাজে লাগিয়ে কেউ কেউ সেলাই ব্যবসা, প্রাইভেট পড়ানো এবং ছোট দোকান তৈরী করে কাজ করছেন। ফলে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.৩ পরিবেশগত পরামিতি

- নিষ্কাশন সুবিধা: ১৮% সঠিকভাবে সিটি কর্পোরেশনের পানি নিষ্কাশন সুবিধা পায়।
- জলের উৎস: ১০০% নলকূপ থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে।
- স্যানিটেশন: ১০০% সদস্য ভালো নিরাপদ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: ৬৮.৫৩% আবর্জনা সিটি করপোরেশনের আবর্জনা ব্যবস্থাপনার আওতায় আছে। বাকি সদস্যরা নিজ দায়িত্বে ব্যবস্থাপনা করে থাকেন।
- শব্দ দূষণ: শুধুমাত্র ১১.৪% ঋণ গ্রহিতার আবাসন বাণিজ্যিক এলাকায় থাকলেও শব্দ দূষণের বিষয়ে তাদের কোনো অভিযোগ নেই। বাকি ৮৮.৬% সদস্য শব্দ দূষণমুক্ত পরিবেশে বসবাস করেন।
- অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ: এ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই, তবে বায়ু দূষণ রোধে উন্নত চুলা ও ভ্যান্টিলেশনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৩.৪ আইনগত পরামিতি

- শিশু শ্রম: শিশু শ্রমের কোনো রেকর্ড পরিলক্ষিত হয়নি।
- জোর করে উচ্ছেদ: জোর করে উচ্ছেদ করার কোনো রেকর্ড পরিলক্ষিত হয়নি।
- পুনর্বাসন: প্রভাবিত পুনর্বাসন পাওয়া যায়নি।
- পরিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)-এর ক্ষতি: পরিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা কর্ম এলাকার নিকটে পাওয়া যায়নি।

বিশ্লেষণাত্ব শিখন

- জন প্রতি গড়ে ৩৩২.৪ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে।
- মেরামত কাজে ঋণ গ্রহিতা ৫০.৮%। শুধু মেরামতের জন্য চাহিদা প্রদানকারী নিম্ন আয়ের সদস্য ৩৯.২৭%।
- মোট নিম্ন আয়ের সদস্যের হার ২৬.৮% হলেও রংপুর সদর শাখার আওতায় তা ১৫.৫%।
- কাঁচা, টিনশেড ও সেমি-পাকা বাড়ির সংখ্যা হ্রাস পেয়ে পাকা বাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসন ঋণ বাস্তবায়নের সার্বিক প্রভাব

একটি বাড়ি একটি স্বপ্ন, এক জীবনের গল্পে গাঁথা। সেই গল্পে লুকিয়ে থাকে কত হাসি, কত কান্না, কত স্মৃতি, কত মায়া, তিলে তিলে জমানো টাকা আর জীবনের সঞ্চয় দিয়ে গড়ে ওঠা এই স্বপ্নের বাড়ি। একটি বাড়ি একজন মানুষের এক জীবনের স্মৃতি বহন করে। একজন মানুষ ছেলেবেলা থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নানা সময়ে বাড়িতে অবস্থান করে। বড় হওয়ার প্রতিটি ধাপে বাড়ির সাথে জড়িয়ে থাকে নানা স্মৃতি। মানুষ সকালে কর্ম-সংস্থানের জন্য বাইরে গেলেও, বেলা শেষে সেই চিরচেনা বাড়িতে ফিরে আসে। সারাদিন কর্মব্যস্ততা শেষে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরকে একটু বিশ্রামের আশ্রয় দেয় এই বাড়ি। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ার ঠিকানা এই বাড়ি। ঝড়-বৃষ্টিতে নিরাপদ আশ্রয়ের স্থান। প্রচন্ড শীতের রাতে একটু উষ্ণতা মেলানোর স্থান এই বাড়ি। চৈত্র মাসের ঝাঁঝালো গরমে, শীতল শান্তির বার্তায় বাড়ির পাশে পুরানো আমগাছ। বাড়ির বাহিরের কোলাহোলপূর্ণ পরিবেশ থেকে নিজেকে একটু নিরিবিলি মনোরম শান্তির খোঁজ দেয় এই বাড়ি। একটি বাড়ি একটি পরিবারের মিলন মেলা, সকলে একসাথে সেই বাড়িতে বসবাস করে। নিজের খেয়াল খুশিমতো থাকা-খাওয়া, পড়া ও সময় কাটানোর অনন্য স্থান এই বাড়ি। কবির ভাষায় বলা যায়-

ওহে কুঁড়েঘর-
মোরে করিওনা পর।
তোমার মাঝে থাকিবো আমি,
সাত জনম ভর।
থাকবে আমার সোনা যাদু
থাকবে আমার ভবিষ্যত।

বাড়ি হোক দালানের বা কুঁড়ে ঘরের সবার কাছে নিজের বাড়ির মত শান্তির স্থান আর নেই। এই বিশাল পৃথিবীতে যার কেবলমাত্র নিশ্চিন্তে মাথা গুঁজিবার জন্য ছোট্ট এ বাড়ি নেই। সেই বুঝে একটি বাড়ির কদর। এ অধ্যায়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ কার্যক্রমের ফলে ঋণ গ্রহিতার আর্থ-সামাজিক ও সার্বিক উন্নয়নের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

৪.১ আবাসন ঋণ গ্রহণের ফলে বাড়ির পরিবর্তন

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার আবাসন ঋণ গ্রহিতাদের এ ঋণ গ্রহণের ফলে বাড়ির অবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৪৪৮ জন ঋণ গ্রহিতার সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে নিম্নের সারণী ও চিত্র তৈরী করা হয়েছে। ঋণ গ্রহিতাদের আগে কাঁচা বাড়ি ছিল ১৬.১১% আর ঋণ গ্রহণের পরে কাঁচা বাড়ি ১.৭৯% এ হ্রাস পেয়েছে। আবার ঋণ গ্রহণের আগে যেখানে পাকা বাড়ি ছিল ৪২.২৮% সদস্যের, সেখানে ঋণ গ্রহণের পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.৫৬% এ উন্নীত হয়। ঠিক একইভাবে ঋণ গ্রহণের আগে যেখানে এ হার ছিল ২.৯১% তা ঋণ গ্রহণের পরে ২.৬৮% এ দাঁড়ায়। বাড়ির অবকাঠামোগত তথ্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প এলাকার ঋণ গ্রহিতাদের বাড়ির অবস্থা পরিবর্তনে এ ঋণ একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে।

সারণি: ৪.১ অবকাঠামোগত পরিবর্তন

বাড়ির ধরন	আগের অবস্থা %	পরের অবস্থা %
কাঁচা বাড়ি	১৬.১১	১.৭৯
পাকা বাড়ি	৪২.২৮	৬৭.৫৬
সেমি পাকা	৩৮.৭০	২৭.৯৬
টিনশেড	২.৯১	২.৬৮
মোট	১০০%	১০০%

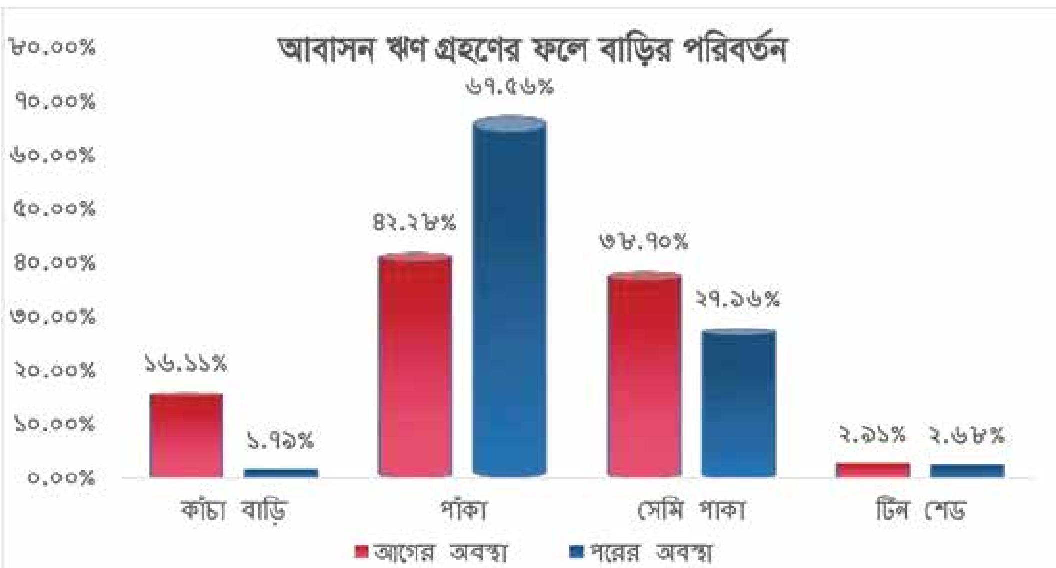

চিত্র: ৪.১ আবাসন ঋণ গ্রহণের ফলে বাড়ির পরিবর্তন

৪.২ আবাসন ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসন ঋণ গ্রহণকারীদের ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য বাড়ির সংস্কার এমন হার সবচেয়ে বেশি যা ৪০.৮৫%। বাড়ির সম্প্রসারণে ঋণ গ্রহণ করেন ২৯.৬৯% ঋণ গ্রহিতা এবং ২৯.২৪% ঋণ গ্রহিতা নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ করেন।

সারণি: ৪.২ আবাসন ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য

ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য	পরিমাণ%
নতুন গৃহ নির্মাণ	২৯.২৪
সংস্কার	৪০.৮৫
সম্প্রসারণ	২৯.৬৯
মোট	১০০

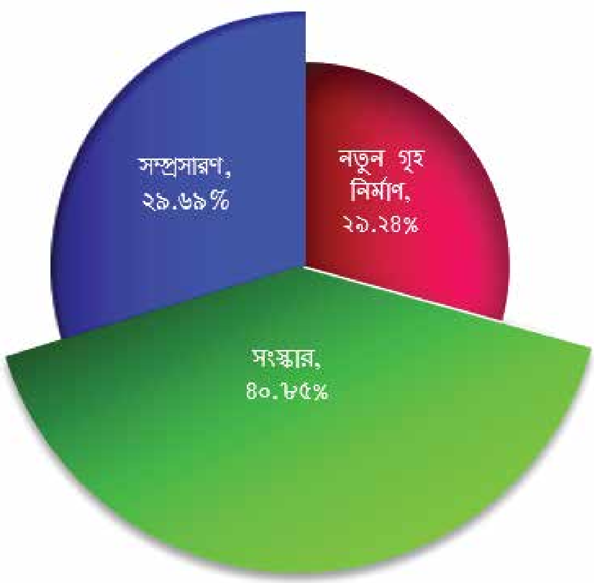

চিত্র: ৪.২ আবাসন ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য

৪.৩ জীবন-জীবিকায় পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি

ইএসডিও-এর স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে আবাসন ঋণ গ্রহণের ফলে সদস্যদের জীবন-জীবিকার মান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪৪৮ জন তথ্য দাতার মধ্যে সদস্যদের সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে ৯৩% মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৮৫.৪৬% সদস্য। নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৮০.৫৪% সদস্য। উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৪৪.৫২% সদস্য। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৭৫.৬২% সদস্য। মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৮৭.৭০% সদস্য। সত্যিই সুন্দর একটি বাড়ি একটি পরিবারের জীবন-জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করে।

সারণি: ৪.৩ জীবন-জীবিকায় পরিবর্তন

জীবন-জীবিকায় পরিবর্তন	শতকরা হার %
শিক্ষা	৯৩.৫১
স্বাস্থ্য	৮৫.৪৬
নিরাপত্তা	৮০.৫৪
উপার্জন বৃদ্ধি	৪৪.৫২
সামাজিক মর্যাদা	৭৫.৬২
মানসিক শান্তি	৮৭.৭০
অন্যান্য	৩৬.৯১

চিত্র:৪.৩ জীবন-জীবিকায় পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি

৪.৪ গৃহ নির্মাণের ফলে স্বাস্থ্যগত সুবিধাগুলোর প্রবৃদ্ধির হার

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ইএসডিও-এর আবাসন ঋণ কার্যক্রমের ফলে ঋণ গ্রহিতার বাড়ি সংস্কার ও নতুন ঘর নির্মাণের মাধ্যমে সদস্যদের স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪৪৮ জন তথ্যদাতার মধ্যে মানসম্মত টয়লেটের উন্নয়ন হয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৯৯.১% সদস্য, বিশুদ্ধ পানির সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৮.৫৭% সদস্যের, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে ৯১.২৬% সদস্যের। এভাবে ড্রেনেজ সুবিধা বৃদ্ধি, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, রোগ বালাই কম হওয়া ও ঔষধ কেনা কমে গেছে অনেক সদস্যের। যা নিম্নের সারণি ও চিত্রে তুলে ধরা হলো-

সারণি: ৪.৪ নতুন গৃহ নির্মাণের ফলে স্বাস্থ্যগত সুবিধা

স্বাস্থ্যগত সুবিধা	পরিমাণ %
মানসম্মত টয়লেট	৯৯.১০
বিশুদ্ধ পানি	৮৮.৫৭
ড্রেনেজ	৬১.২১
আবর্জনা ব্যবস্থাপনা	৫৮.৯৭
রোগ-বালাই কম হওয়া	৬২.৫৬
স্বাস্থ্যের উন্নতি	৮৮.৫৭
ঔষধ কেনা কমে গেছে	৪৯.৩৩
স্বাস্থ্যকর পরিবেশ	৯১.২৬

চিত্র: ৪.৪ গৃহ নির্মাণের ফলে স্বাস্থ্যগত সুবিধাগুলোর প্রবৃদ্ধির হার

৪.৫ আবাসন অবস্থার পরিবর্তন

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন ঋণ কার্যক্রমের ফলে বাড়ির বিভিন্ন দিক থেকে উন্নয়ন হয়েছে। ৪৪৮ জন তথ্যদাতা সদস্যের মধ্যে টেকসই দরজার উন্নয়ন হয়েছে ৯৯.১০% সদস্যের, সীমানা প্রাচীরের উন্নয়ন হয়েছে ৭৮.৯২% সদস্যের, বাড়ির ছাদের উন্নয়ন হয়েছে ৫৫.১৬% সদস্যের, গৃহমধ্যস্থ টয়লেটের উন্নয়ন হয়েছে ৯১.২৬% সদস্যের। বাড়ির অন্যান্য দিকের উন্নয়ন হয়েছে ৩৩.৬৩% সদস্যের। যা নিম্নের সারণি ও চিত্রে তুলে ধরা হলে-

সারণি: ৪.৫ আবাসন অবস্থার পরিবর্তন

নিরাপত্তা	পরিমাণ %
টেকসই দরজা	৯৯.১০
সীমানা প্রাচীর	৭৮.৯২
ছাদ	৫৫.১৬
গৃহমধ্যস্থ টয়লেট	৯১.২৬
অন্যান্য	৩৩.৬৩

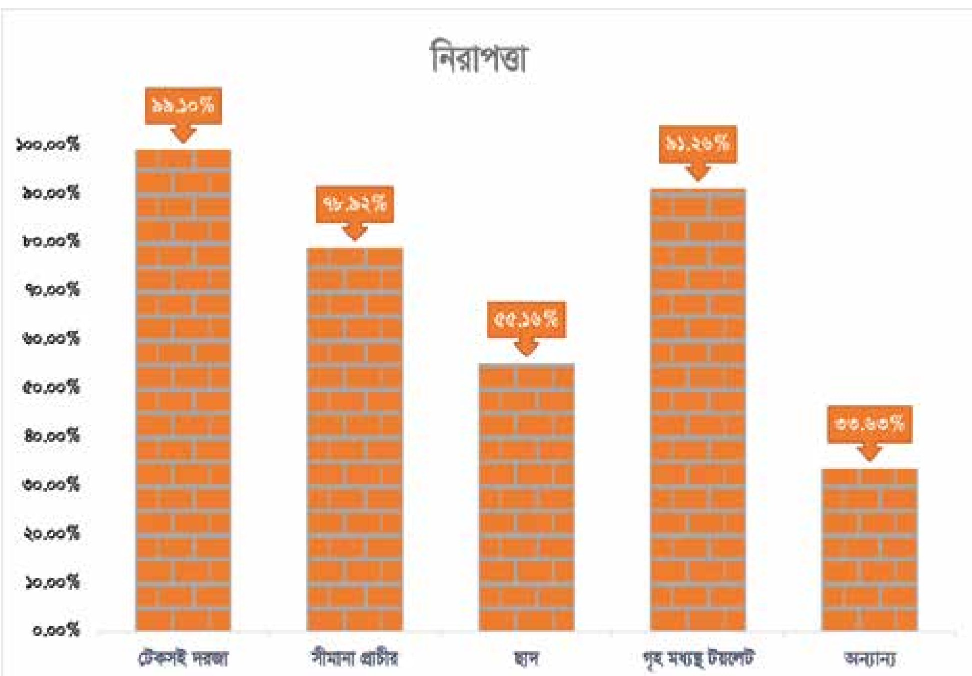

চিত্র: ৪.৫ আবাসন অবস্থার পরিবর্তন

৪.৬ উপার্জন বৃদ্ধি ও ক্ষেত্র

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইএসডিও এর আবাসন ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাড়ির উন্নয়নের ফলে ঋণগ্রহিতাদের উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৪.৭২% সদস্যের। বাসা ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৭৪.৪৪% ঋণগ্রহীতা সদস্য, বাসার মধ্যে ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.৫১% সদস্যের। বাসায় খামার এর মাধ্যমে ৫.২৬% সদস্যের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অন্যান্য মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.২৯% সদস্যের। যা নিম্নের সারণি ও চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি: ৪.৬ উপার্জন বৃদ্ধি ও ক্ষেত্র

উপার্জন	পরিমাণ %
উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে	৭৪.৭২
উপার্জন বৃদ্ধি পায়নি	২৯.৭৫

উপার্জন বৃদ্ধির ক্ষেত্র	শতকরা হার %
বাসা ভাড়া	৭৪.৪৪
ব্যবসা	৪.৫১
খামার	৫.২৬
অন্যান্য	১৪.২৯

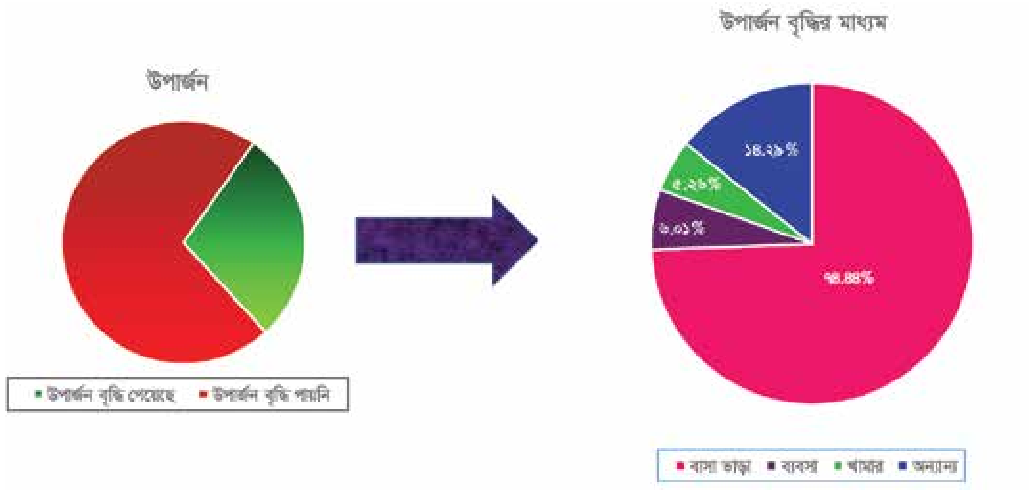

চিত্র: ৪.৬ উপার্জন বৃদ্ধি ও ক্ষেত্র

৪.৭ আবাসনের পরিবর্তনে সামাজিক মর্যাদার প্রভাব

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইএসডিও এর আবাসন ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সদস্যদের আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সামাজিক মর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে। ৪৪৮ জন তথ্যদাতা সদস্যের মধ্যে প্রতিবেশীরা ভালোভাবে মূল্যায়ন করছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৯৫.৩০% সদস্য, সামাজিক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৬.৬০% সদস্যের। বিবাহের বিষয়ে অপর পক্ষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৭.৯৬% সদস্যের। অন্যান্য ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৭.৮১% সদস্যের।

সারণি: ৪.৭ আবাসনের পরিবর্তনে সামাজিক মর্যাদার প্রভাব

সামাজিক মর্যাদা	বৃদ্ধি পরিমাণ %
বিবাহের বিষয়ে অপর পক্ষের আগ্রহ বৃদ্ধি	২৭.৯৬
সামাজিক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি	৫৬.৬০
প্রতিবেশীরা ভালো মূল্যায়ন করছে	৯৫.৩০
অন্যান্য	৩৭.৮১

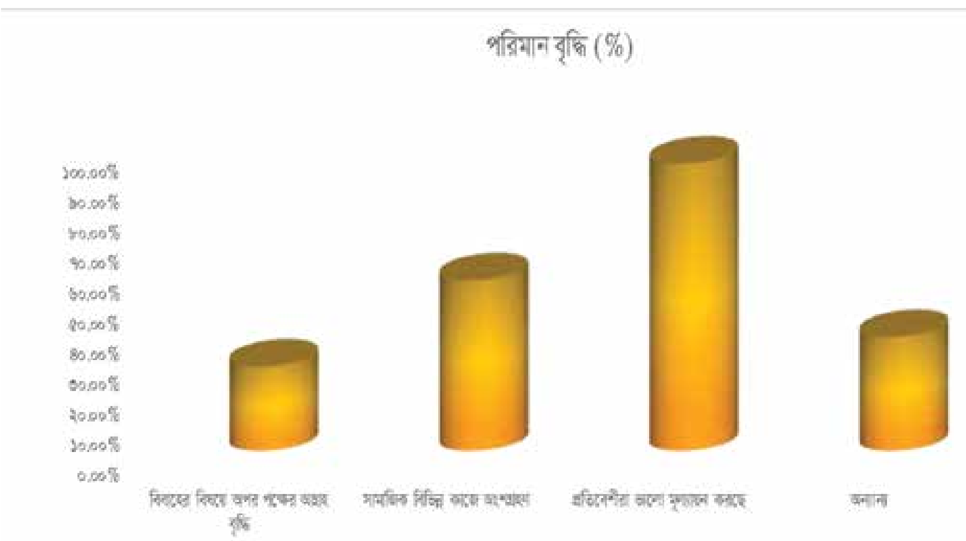

চিত্র: ৪.৭ আবাসনের পরিবর্তনে সামাজিক মর্যাদার প্রভাব

৪.৮ মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধির হার

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ইএসডিও এর স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ প্রকল্প হতে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার সদস্যরা ঋণ গ্রহণ করে বাড়ি নির্মাণ ও সংস্কার এবং সম্প্রসারণ করেন। সদস্যদের মধ্যে বাড়ির উন্নয়নের ফলে দুশ্চিন্তা কমেছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৯৬% সদস্য, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে ৯০% সদস্যের, স্বপ্ন পূরণের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন ৮৯% সদস্য, প্রশান্তির ঘুম হয় ৮৭% সদস্যের। সত্যিই একটি সুন্দর বাড়ি একটি পরিবারকে মানসিক প্রশান্তি দিতে পারে।

সারণি: ৪.৮ মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধির হার

মানসিক প্রশান্তি	পরিমাণ %
দুশ্চিন্তা কমেছে	৯৬%
দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস	৯০%
স্বপ্নপূরণের অনুভূতি	৮৯%
প্রশান্তির ঘুম	৮৭%

চিত্র: ৪.৮ মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধির হার

৪.৯ করোনার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ

বৈশ্বিক মহামারি করোনার কারণে সারা বিশ্বের জনসাধারণের ন্যায় রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইএসডিও এর আবাসন ঋণগ্রহণকারী সদস্যগণও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। ৪৪৮ জন তথ্যদাতার মধ্যে করোনার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৬৯% সদস্য। মোটামুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৫২% সদস্য, মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন ৩৩% সদস্য, সামান্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন ১৫% সদস্য।

সারণি: ৪.৯ করোনার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ

করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্থের ধরন	পরিমাণ %
করোনার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ	৬৯%
মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ	৩৩%
মোটামুটি ক্ষতিগ্রস্থ	৫২%
সামান্য ক্ষতিগ্রস্থ	১৫%

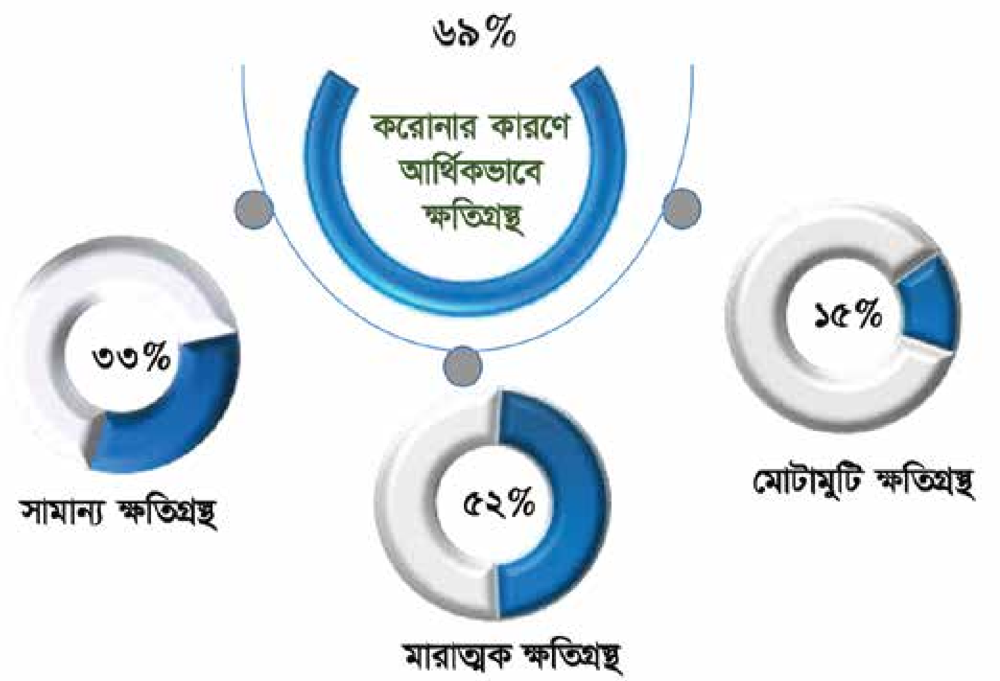

চিত্র: ৪.৯ করোনার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ

৪.১০ করোনাকালীন সময়ে সম্মুখীন অসুবিধাগুলো

করোনাকালীন সময়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ১৪.৫% ঋণগ্রহীতা ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ছাড়া সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ২১.৯% ঋণগ্রহীতা।

সারণি: ৪.১০ করোনাকালীন সময়ে সম্মুখীন অসুবিধাগুলো

অসুবিধার ধরন	শতকরা হার (%)
চাকরি হারানো	০.২
অসুস্থ্যতা বা মৃত্যু	১.৫
বেতন কর্তন	৩.৮
ব্যবসায় ক্ষতি	১৪.৫
অন্যান্য	২১.৯

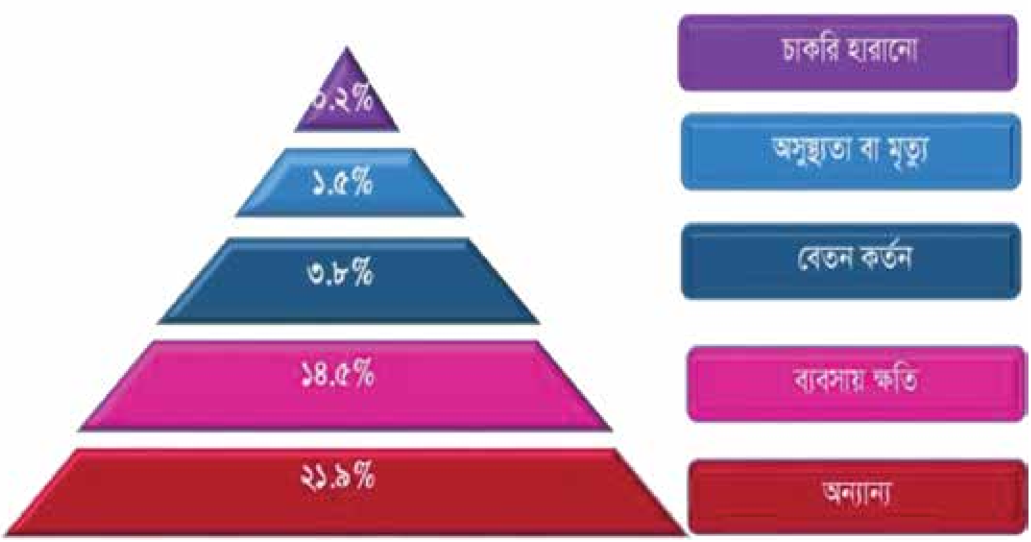

চিত্র: ৪.১০ করোনাকালীন সময়ে সম্মুখীন অসুবিধাগুলো

৪.১১ গৃহ নির্মাণের ফলে পড়ালেখায় প্রভাব

ইএসডিও কর্তৃক রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসন ঋণ এর মাধ্যমে সদস্যদের বাড়ি-ঘরের উন্নয়নের ফলে পরিবারের সদস্যদের পড়ালেখার উন্নয়নে ভাল প্রভাব ফেলেছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৯৯.৫৫% সদস্য। এছাড়া ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা ঘর তৈরী করেছেন ৯৯.৫৫% সদস্য, সন্তানদের লেখাপড়ায় মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৯.৩৩% সদস্যের।

সারণি: ৪.১১ গৃহ নির্মাণের ফলে পড়ালেখায় প্রভাব

গৃহ নির্মাণের ফলে পড়ালেখার উপর প্রভাব	শতকরা হার %
লেখাপড়ার উন্নয়ন	৯৯.৫৫
লেখা পড়ার জন্য ঘর আলাদা	৯৯.৫৫
মনোযোগ বৃদ্ধি	৯৯.৩৩

চিত্র: ৪.১১ গৃহ নির্মাণের ফলে পড়ালেখায় প্রভাব

৪.১২ নতুন আবাসনের ফলে সুবিধাসমূহ

ইএসডিও কর্তৃক স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসিক ঋণ এর মাধ্যমে নির্মিত নতুন বাড়ির ফলে বাড়ির আলোবাতাসের পর্যাপ্ততার সুবিধা লাভ করেছেন ৯৫.০% ঋণগ্রহীতা। আবার রান্নাঘরে ধোয়া থেকে মুক্তি পেয়েছে ৮৯.০% সদস্য। স্যাতস্যাতে অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে ৮৬.০% নতুন বাড়ি নির্মাতা। নতুন সুন্দর বাড়িতে প্রশান্তিতে ঘুমান এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৮৭.০% তথ্যদাতা।

সারণি: ৪.১২ নতুন আবাসনের ফলে সুবিধাসমূহ

সুবিধাসমূহ	পরিমাণ (%)
আলোবাতাসের পর্যাপ্ততা	৯৫.০০
রান্নাঘরে ধোয়া থেকে মুক্তি	৮৯.০০
স্যাতস্যাতে অবস্থা থেকে মুক্তি	৮৬.০০
প্রশান্তির ঘুম	৮৭.০০
অন্যান্য	২১.০০

চিত্র: ৪.১২ নতুন আবাসনের ফলে সুবিধাসমূহ

৪.১৩ ঋণ গ্রহিতার সাথে সম্পর্ক

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ প্রকল্পের আওতায় ইএসডিও এর ঋণ গ্রহণ করেছেন এমন ব্যক্তি বাড়ির কর্তার হার ৬৩%। ঋণ গ্রহণকারীর স্বামী এমন আছেন ৩৩%। পুত্র ৩% এবং স্ত্রী ০.৪%। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাড়ির কর্তারাই সবচেয়ে বেশী এ ঋণগ্রহণ করেন।

সারণি: ৪.১৩ ঋণ গ্রহিতার সাথে সম্পর্ক

ঋণ গ্রহীতার সাথে সম্পর্ক	**পরিমান (%)**
বাড়ির কর্তা	৬৩
স্বামী	৩৩
পুত্র	৩

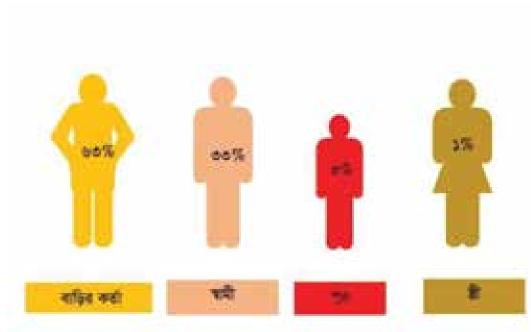

চিত্র: ৪.১৩ ঋণ গ্রহিতার বয়সসীমা

১৪ ঋণ গ্রহীতার বয়সসীমা

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইএসডিও কর্তৃক স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে ৪১-৫০ বছর বয়সী ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৩৯%। ৩১-৪০ বছর বয়সী ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৩৮%।

সারণি: ৪.১৪ ঋণ গ্রহীতার বয়সসীমা

ঋণ গ্রহীতার বয়স	**পরিমাণ (%)**
২১-৩০	৪
৩১-৪০	৩৮
৪১-৫০	৩৯
৫১-৬০	১৯

চিত্র: ৪.১৪ ঋণ গ্রহিতার বয়সসীমা

৪.১৫ ঋণ গ্রহীতার পরিবারের মাসিক গড় আয়

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইএসডিও কর্তৃক স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে ৩১-৪০ হাজার টাকা আয় করেন ৩৯% ঋণ গ্রহীতা। ২১-৩০ হাজার টাকা আয় করেন ৩৪% ঋণ গ্রহীতা। ৪১-৪৮ হাজার টাকা আয় করেন ১৬% ঋণ গ্রহীতা। আবার ১০-২০ হাজার টাকা আয় করেন ১১% ঋণ গ্রহীতা। নিম্নের সারণি ও চিত্রে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলো-

সারণি: ৪.১৫ ঋণ গ্রহীতার পরিবারের মাসিক গড় আয়

মাসিক আয়	পরিমাণ (%)
১০-২০ হাজার	১১ %
২১-৩০ হাজার	৩৪ %
৩১-৪০ হাজার	৩৯%
৪১-৪৮ হাজার	১৬%

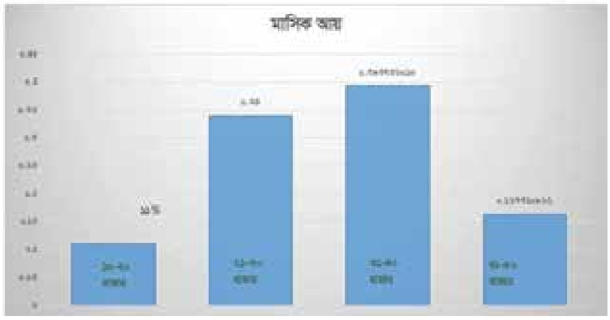

চিত্র: ৪.১৫ ঋণ গ্রহিতার পরিবারের মাসিক গড় আয়

৪.১৬ গৃহীত লোন

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইএসডিও কর্তৃক স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ৮২%। ৩০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ১৮%।

সারণি: ৪.১৬ গৃহীত লোন

গৃহীত লোন	পরিমাণ
৩০০০০-১০০০০০	১৮
১০০০০০-৫০০০০০	৮২

চিত্র: ৪.১৬ গৃহিত লোন

কেস স্টাডি-১

খড়ির ব্যবসায়ী মোঃ আলতাফ হোসেন এর স্বপ্নপূরনে ইএসডিও

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর ফতেহপুর এলাকায় বসবাস করেন মোঃ আলতাফ হোসেন। তিনি পেশায় একজন কাঠের খড়ি ব্যবসায়ী। তার স্ত্রীর নাম মোছাঃ রোজিনা বেগম। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা সর্বমোট ৭ জন। চার মেয়ে এবং এক ছেলে। তিনি কাঠের খড়ি বিক্রি করে পাঁচ সন্তান নিয়ে খুব কষ্টে দিনাতিপাত করতেন। ছোট একটি টিনের চালায় কাচা ঘরে সকলে মিলে গাদাগাদি করে বসবাস করতেন। একদিন ইএসডিও এর মাঠ কর্মকর্তা মোঃ মাহফুজুল বারীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। মাঠ কর্মকর্তার মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে, ইএসডিও ঘর নির্মাণের জন্য আবাসন ঋণ প্রদান করছে। পরবর্তীতে তিনি ইএসডিও সাথে যোগাযোগ করে ঘর নির্মাণের জন্য ৩০০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ইএসডিও'র প্রকৌশলীর পরামর্শে পাকা টিনের চালার একটি ঘর নির্মাণ করেন। আলতাফ হোসেন বলেন "আমাদের থাকার মতো এমন ব্যবস্থা হওয়াতে ছেলে-মেয়েগুলো পড়াশোনায় আগের চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগী হয়েছে। বড় মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসতেছে ভালো ঘর থেকে। বড় মেয়ে বিএ পাস করেছে। দুই মেয়ে কলেজে পড়ছে। এক মেয়ে ও ছেলে স্কুলে পড়ছে। তিনি আরও বলেন,"ইএসডিও এই ধরনের কাজ সাধারণ অসহায় ব্যক্তিদের দীর্ঘ মেয়াদী স্বল্প সুদে জামানত বিহীন ঋণ প্রদানের জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার মতো এই ধরনের অসহায় ও অসচ্ছল ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করে পরিবারের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছে ইএসডিও। যদি ইএসডিও আমার পাশে এসে না দাঁড়াতো তাহলে আমার মতো অসচ্ছল ব্যক্তির বাড়ি করার স্বপ্ন কখনোই পূরণ হতো না।"

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-২

লাভলী আক্তারের স্বপ্নের বাড়ি

লাভলী আক্তার রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সাতমাথা এলাকায় স্বামী ও দুই ছেলে এবং দুই মেয়েসহ মোট পরিবারের ৬ সদস্য নিয়ে বসবাস করেন। তার স্বামী আমিনুর ইসলাম রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। সারাদিনে তিনি যা আয় করেন তা দিয়ে সংসারের যাবতীয় খরচ চালানো তার পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়। তাদের পরিবারে অর্থনৈতিক টানাপোড়ন এবং অশান্তি লেগেই থাকত। এমতাবস্থায় একদিন লাভলী আক্তার পাশের বাড়ির মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন এর কাছে ইএসডিও নামে একটি এনজিও এর কথা জানতে পারেন। এরপর ইএসডিও সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার পর তিনি পাশের বাড়ির জবা সমিতির সভানেত্রির মাধ্যমে ইএসডিও এর মাঠ কর্মকর্তা মোঃ রুহুল আমিন ভাই এর সাথে পরিচিত হন। পরিচয়ের পর তিনি ইএসডিও এর সদস্য হন। প্রথমে লাভলী আক্তার ২০,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে একটি ছোট দোকান ভাড়া নেন এবং চায়ের দোকানের জন্য যাবতীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে চায়ের দোকান শুরু করেন। এভাবে চা দোকান করে স্বামীকে ও সংসারে সাপোর্ট প্রদান করেন। তিনি ৬ জন সদস্যের একটি পরিবার নিয়ে একটি মাত্র টিনের চালার ঘরে গাদাগাদি করে বসবাস করেন। টাকার অভাবে তিনি ঘরের কাজ শুরু করেও শেষ করতে পারেন নি। আবার আরেকদিন তিনি ইএসডিও এর মাঠ কর্মকর্তা মোঃ রুহুল আমিন ভাইয়ের মাধ্যমে জানতে পারেন ঘর নির্মাণের/আবাসনের জন্য ইএসডিও হতে লোন দেওয়া হচ্ছে। তখন তিনি রুহুল আমিন ভাইয়ের মাধ্যমে ৩০০০০০ টাকা আবাসন ঋণ গ্রহণ করে ঘরের কাজটি সম্পূর্ণ করেন। তিনি বলেন, "মানুষ পেনশনের টাকায় বাড়ি করে, জায়গা জমি বিক্রি করে বাড়ি করে, কিন্তু আমাদের তো তেমন কোন সুযোগ বা সামর্থ্য নেই। আমাদের এই স্বপ্নটি পূরণ করার জন্য ইএসডিও আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।" তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, "আমার একটা স্বপ্ন ছিল নিজের একটা স্বপ্নের বাড়ি করা, আর এ আশাটা সফল করলো ইএসডিও, যারা আমার এ আশাটি পূরণ করার জন্য কাজ করলো আল্লাহ যেন তাদের ভালো করেন। বর্তমানে আমার ছেলেমেয়েরা মন দিয়ে পড়াশুনা করছে। বড় ছেলে অর্নাসে, দ্বিতীয় ছেলে এসএসসি তে অধ্যয়নরত। বড় মেয়েকে বিয়ে দিছে।" সত্যিই একটি বাড়ি শুধু একজনের জন্য একটি সুবিধা বয়ে আনেন না বরং একটি ভালো বাড়ি একজন মানুষের সামগ্রিক অবস্থানকে পরিবর্তন করে দেয়। পিকেএসএফ এর সহায়তায় স্বল্প আয়ের মানুষের স্বপ্নের একটি বাড়ি তৈরীতে আর্থিক ঋণ সহায়তা করছে ইএসডিও।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-৩

অভাব অনটনের সংসারে কেমন আছেন আমির হোসেন?

মো: আমির হোসেন এর পিতাঃ হাসমতউল্লাহ। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর ধনতলীতে বসবাস করেন। তিনি বর্তমানে পেশায় একজন অটো চালক। তিনি ১৯৯৭ সালে লুপা আক্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর তাদের অভাবের সংসারে কষ্ট আরো বেড়ে যায়। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। একদিন তিনি প্রতিবেশী মোঃ বাবুল হোসেন এর কাছে ইএসডিও সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি ইএসডিও এর মাঠকর্মী দুলাল এর সাথে সাক্ষাৎ করে ঋণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানেন। শুরুতে ২০০৪ সালে তিনি ছাগল পালনের জন্য ১২০০০/- ঋণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি পূর্বের ঋণটি পরিশোধ করে গরু পালনের জন্য ৩০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সেই গরুটি ১ বছরের মাথায় ৭০০০০ টাকা বিক্রি করে এবং কিছু জমাকৃত সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে একটি ব্যাটারি চালিত অটো ক্রয় করেন। এদিকে তার পরিবারের বড় সন্তান ডিগ্রিতে পড়ে, মেজ ছেলে অষ্টম শেণীতে পড়াশুনা করছে। আর ছোট ছেলে মাদ্রাসায় পড়ছে। কিন্তু পারিবারিক অভাব অনটনের জন্য তিন সন্তান নিয়ে ভালোভাবে থাকার মতো ঘর ছিল না। তারা পরিবারের পাঁচজন মিলে টিনের চালার কাঁচা একটি ঘরে খুব কষ্টে বসবাস করতেন। আরেকদিন ইএসডিও এর মাঠ কর্মকর্তা মোঃ দুলাল এর মাধ্যমে জানতে পারেন ইএসডিও ঘর নির্মাণের জন্য আবাসন ঋণ দিচ্ছে। অতপর তিনি আবাসন ঋণ নিয়ে সংস্থার নির্মাণ প্রকৌশলীর পরামর্শে তার স্বপ্নের ঠিকানা নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ঘরের এক একটি ইট যেন তার এক একটি স্বপ্ন। মিস্ত্রিগুলো আমির এর ঘরের ইট গাঁথছে না, গাঁথছে আমিরের স্বপ্ন। এভাবে মোঃ আমির হোসেন তার বাড়ির স্বপ্নটি পূরণ করলো। বর্তমানে বাড়ির ভালো পরিবেশ পাওয়ায় তার সন্তানরা পড়াশোনায় অধিক মনোযোগী হয়েছে এবং তাদেরও অত্যান্ত ভালো লাগছে। আমির বলেন,"ইএসডিও আমার স্বপ্ন পূরণ করলো, তাই ইএসডিও এর সকলের জন্য রইলো দোয়া ও অবিরাম ভালোবাসা।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-৪

মোঃ আব্দুস সামাদ পেল সুখের ঠিকানা

মোঃ আব্দুস সামাদ, এর পিতা মোঃ নুরুল হক। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর মাষ্টারপাড়া গ্রাম উত্তম হাজিপাড়া ইউনিয়নে বসবাস করেন। তিনি পেশায় একজন অটো রিক্সা মহাজন। তার দুই মেয়ে ও এক ছেলে। পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৫ জন। তিনি ২০০৯ সালে ইএসডিও হতে ৩০,০০০ টাকা পুরাতন অটো রিকসা কিনার জন্য ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি ঋণ পরিশোধ করে প্রতিবছর পুরাতন অটো রিকসা কেনার জন্য ঋণ গ্রহণ করেন। ক্রমান্বয়ে সে সর্বমোট ১২ দফায় ৯৬০০০০ টাকা ঋণ নিয়ে মোট ১০ টি ব্যাটারি চালিত অটোর মালিক হয়েছেন। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১১০০০০০ টাকা। তার পৈত্রিক সম্পদ ২ শতাংশের উপরে টিনের চালার একটি বাড়ি ছিল। বর্তমানে বাড়ির করার জন্য ২ শতাংশ জমি ক্রয় করে। তারপর একদিন মাঠকর্মকর্তা রুহুল আমিন এর কাছে জানতে পারেন, ইএসডিও ঘর নির্মাণের জন্য ঋণ দিচ্ছে। অতপর তিনি ঘরের কাজ করার জন্য ৪,০০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তারপর তিনি মনের মতো বাড়ি নির্মাণ করেন। তিনি বলেন, "ইএসডিও কর্তৃপক্ষ আমাকে ঘর নির্মাণে যে সহযোগিতা করেছে এজন্য আমি তাদের জন্য কিছু করতে পারি না পারি তাদের জন্য এ দোয়া করি যেন আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালো করে।" তিনি আরো বলেন, ইএসডিও এর সহযোগিতায় আমার মেয়ে দুটিকে ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়েছি। তিনি বর্তমানেও ইএসডিও এর সদস্য হিসেবে আছেন।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-৫

মোঃ গোলজার হোসেন পেল শান্তির নীড়

মোঃ গোলজার হোসেন এর পিতা বাসান উদ্দিন। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর সিও বাজার এলাকায় বসবাস করেন। তিনি পেশায় একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। তার তিন মেয়ে ও এক ছেলে। কাপড়ের ব্যবসা করে কোন মতে তার সংসার চলছে কিন্তু একটা ভালো মনের বাড়ী বানানোর মতো তেমন টাকা পয়সা তার ছিল না। এদিকে মেয়েগুলোও বড় হতে থাকে তাদের বিয়েতেও অনেক খরচ করতে হয়েছে, সব মিলিয়ে তিনি নানান দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। বাড়ীর কাজ শুরু করে টাকার অভাবে আর কাজ করতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় তিনি এক বন্ধুর মাধ্যমে ইএসডিও সম্পর্কে জানতে পারেন যে, ইএসডিও আবাসন ঋণ প্রদান করছে। অতপর তিনি ইএসডিও এর কর্মকর্তাদের কাছে পুরো বিষয়ে জেনে শুনে ৪,০০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকায় সংস্থার প্রকৌশলীর দিক নির্দেশনায় বাড়ী তৈরী করেন। এ ঋণের আগে ঋণ নিয়ে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়াও করিয়েছেন। মেয়েদের ভালো ঘরে বিয়েও দিয়েছেন। তিনি বলেন, “আমি যখন অনেক দুশ্চিন্তায় ও আর্থিক অনটনে ছিলাম ঠিক সেই সময়ে ইএসডিও আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। এ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আমার সন্তানরা আজ অনেক ভাল জীবন-যাপন করছে এবং আমি একটি সুন্দর বাড়ি করতে পেরেছি।” তিনি ইএসডিও-এর এত উপকারে অনেক খুশি, তিনি ইএসডিও-এর সফলতা কামনা করেন এবং ইএসডিও’র সাথে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-৬

মোঃ ফয়জার রহমান এর মনের আশা পূরণ

মো.ফয়জার রহমানের পিতা তসলিম উদ্দিন। স্ত্রী মোছাঃ ফাতেমা বেগম। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর পরিষদ পাড়া উপশহরে বসবাস করেন। তিনি পেশায় একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। মাসে তিনি যা বেতন পান তা দিয়ে কোন রকম সংসার চলে। একটি নিজের মনের মতো একটি বাড়ী করার তার অনেক দিনের আশা। কিন্তু একটি বাড়ী করার জন্য অনেক টাকা দরকার কিন্তু সে টাকা তো আর জমানো নেই। এ সময় তিনি পাশের বাড়ীর একজনের কাছে ইএসডিও-এর আবাসন ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি বাড়ী করার উদ্দেশ্যে ইএসডিও-এর কাছ থেকে ৩,০০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। যা দিয়ে সুন্দরভাবে থাকার মতো একটি বাড়ি তৈরী করেন। তিনি বলেন, "আমার যে আয় হয় তা দিয়ে একটি বাড়ি তৈরী করা তো দূরের কথা ঠিকমত চলতেই পারিনা সেখানে ইএসডিও আমাকে মোটা অংকের ঋণ দিয়ে অনেক বড় উপকার করেছে, যা দিয়ে আমি থাকার মত একটি বাড়ী তৈরী করেছি। এ জন্য আমি ইএসডিও-এর প্রতি কৃতজ্ঞ।" সত্যিই নিম্ন আয়ের মানুষের স্বপ্নের একটি বাড়ী তৈরীর জন্য আবাসন ঋণ অনেক বড় আর্শীবাদ স্বরূপ। ফয়জার রহমানের মত অনেকের নিজের মনের মত একটি বাড়ি তৈরীতে সহায়তা করেছে ইএসডিও। ফয়জার রহমানের নতুন বাড়িতে তার ছেলে ও মেয়ে ভাল পরিবেশ পেয়ে পড়ালেখায় মনোযোগী হয়েছে। ছেলে বর্তমানে কলেজে পড়াশুনা করছে আর মেয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ছে।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-৭

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সরকার এর মনের মত বাড়ী তৈরীর কাহিনী

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সরকার এর পিতা শহীদ আহম্মেদ পাটোয়ারী তার স্ত্রীর নাম মনোয়ারা বেগম। তিনি পেশায় একজন এনজিও কর্মী। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর অন্তর্গত ধানতলা এলাকায় বসবাস করেন। সেখানে তিনি ভাড়া বাসায় থাকতেন। তার পরিবারের তিনজন সন্তান, মা ও বাবাসহ থাকেন। ভাড়া বাসায় থাকা এ উর্দ্ধগতির বাজারে অনেক কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন একটি বাড়ি তৈরী করার। কিন্তু একটি বাড়ী করার জন্য যত টাকা প্রয়োজন তা তার কাছে নাই। এমতাবস্থায় তিনি খুবই হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি এক বন্ধুর কাছে ইএসডিও-এর আবাসন ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। তাই তিনি ইএসডিও এর শরণাপন্ন হন। তিনি ইএসডিও থেকে ৪,০০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তা দিয়ে তিনি একটি মনের মতো বাড়ী তৈরী করেন। তিনি বলেন, "ইএসডিও-এর আবাসন ঋণ সহায়তা না পেলে আমার নিজের একটি বাড়ি বানানো সম্ভব হতো না।" তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিজ বাসায় শান্তিতে বসবাস করতে পারায় ইএসডিও কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তার বড় ছেলে অনার্সে পড়াশুনা করছে আর ছোট ছেলে কলেজে পড়াশুনা করছে। মেয়ে স্কুলে পড়াশুনা করছে। নতুন বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে সন্তানদের পড়াশোনায় আগ্রহ অনেক বেড়েছে।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-৮

নূর মোহাম্মদ এর বাড়ী বানানোর সাধ পূরণ করল ইএসডিও

নূর মোহাম্মদ এর পিতা অলিউল্লাহ মিয়া। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর অন্তর্গত কানন ঘাটলা এলাকায় বসবাস করেন। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা মোট পাঁচজন। তাদের ভরণপোষণ ও লেখাপড়ার খরচ চালাতে তিনি হিমশিম খান। এতে করে তার বাড়ি বানানোর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। হঠাৎ একদিন তার বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারেন ইএসডিও নামে একটি প্রতিষ্ঠান বাড়ি বানানোর উদ্দেশ্যে টাকা ঋণ দেয়। তিনি তার স্বপ্নপূরণের জন্য ইএসডিও কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে ৪০০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি ইএসডিও এর ইঞ্জিনিয়ার ও আবাসন ঋণ কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও সহায়তায় সেখানে একটি সুন্দর বাসা তৈরী করেন। ইএসডিও এভাবে অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। অনেক মানুষকে নিজের মতো করে একটি বাড়ি বানানোর স্বপ্ন পূরণ করছে প্রতিনিয়ত। তিনি ইএসডিও এর প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, "আমার তো বাড়ী বানানোর মতো জমানো টাকা হাতে নাই, ইএসডিও এর আবাসন ঋণ না পেলে আমার পক্ষে সম্ভব হতো না আমার সাধের বাড়ী বানানো।" এখন তিনি নিজের সাধের বাড়ীতে পরিবারসহ সুখে বসবাস করছেন। বড় ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে আর ছোট ছেলে কলেজে পড়াশুনা করছে। মেয়ে মাদ্রাসায় পড়াশুনা করছে। ছেলেমেয়েরা নতুন বাড়ির সুন্দর পরিবেশে ভালভাবে পড়াশুনা করছে।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-৯

আব্দুর রশিদ মানিক পেল আবাসন ঋণ সহায়তা

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত কসাইটুলি সিটিতে আব্দুর রশিদ মানিক পাঁচ সদস্যরের পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। তিনি পেশায় একজন কৃষক। তার সংসারে অভাব লেগেই থাকতো। কৃষি কাজ করে তার পক্ষে বাড়ি করার মত টাকা জমানো সম্ভব হতো না। তিনি এক প্রতিবেশীর কাছে ইএসডিও সম্পর্কে জানতে পারেন যে এ প্রতিষ্ঠান স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাই তিনি বাড়ির পাশের ইএসডিও এর শাখা অফিসে যোগাযোগ করেন। আলোচনা ও পর্যালোচনা করে তিনি ৪,০০০০০ টাকা বাড়ি বানানোর জন্যে ঋণ গ্রহণ করেন। এ টাকা দিয়ে তিনি তার বাড়ির কাজ শেষ করেন। এক সাথে এতগুলো টাকা না পেলে তার পক্ষে বাড়ি বানানো সম্ভব হতোনা। তিনি বলেন,"ইএসডিও আমার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া থেকে শুরু করে বাড়ি বানানো পর্যন্ত অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছে। তাই আমি ইএসডিও এর কাছে অনেক কৃতজ্ঞ।" তিনি ভবিষ্যতেও ইএসডিও এর সাথে থাকবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তার বড় ছেলে কলেজে পড়ছে এবং মেয়ে মাদ্রাসায় পড়ছে এবং ছোট ছেলে স্কুলে পড়াশুনা করছে। নতুন বড়ি স্বাস্থ্য সম্মত হওয়ায় তারা পড়াশুনায় বেশ মনোযোগী হয়েছে।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-১০

মোঃ মহসিন আলী বাড়ি পেয়ে খুশি

মোঃ মহসীন আলী এর পিতার নাম মোঃ তসর উদ্দিন। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর নিউ সালবন এলাকার একজন বাসিন্দা। তার নিজের একটি দোকান রয়েছে। তার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৬ জন। তিনি খুব কষ্ট করে পরিবার নিয়ে ছোট্ট একটি ঘরে বসবাস করতেন। এক রকম প্রয়োজনের তাগিদে তার বাড়ি বানানোর দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু একটা বাড়ি বানাতে অনেক টাকার প্রয়োজন, এতগুলো টাকা কোথায় পাবেন; তাই তিনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি তার প্রতিবেশীর কাছে জানতে পারেন ইএসডিও এর আবাসন ঋণ সহায়তা সম্পর্কে। তিনি বাড়ি নির্মাণের জন্য ৪,০০০০০ টাকা ঋণ নেন এবং ইএসডিও এর প্রকৌশলীর পরামর্শে মানসম্মত সুন্দর একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। তিনি বলেন,"আমার মতো গরীবকে ইএসডিও আর্থিক সহায়তা না করলে আজ এই বাড়ি আমি বানাতে পারতাম না। তাই আমি ইএসডিও কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।" তার ছেলে ব্যবসা করে আর মেয়ে কলেজে পড়াশুনা করে। নতুন সুন্দর পরিবেশ বান্ধব বাড়িতে তারা বেশ সুখে জীবন যাপন করছে।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-১১

মোঃ মাইদুল ইসলাম এর স্বপ্নের বাড়ি তৈরীতে সহায়তা

মোঃ মাইদুল ইসলাম এর পিতা মোঃ আকবর আলী। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর তামপাট এলাকায় আজিজুল্লাহ পাড়ায় বসবাস করেন। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তিনি ২০১১ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার স্ত্রী আলেয়া ইসলাম। তাদের ছোট সংসার শ্বশুর ও শাশুড়ীসহ ভালো চলছিল। কয়েক বছর পর তাদের ঘরে ফুটফুটে মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়। পরিবারে শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীসহ কষ্ট করে একটি ছোট্ট বাড়িতে বসবাস করতেন। এমতাবস্থায় তাদের আরো একটি ঘরের প্রয়োজন হয়। তাদের ব্যবসা থেকে যে আয় হয় তা দিয়ে ঘর করা সম্ভব ছিল না। তখন একদিন তার দোকানে ইএসডিও এর মাঠ কর্মকর্তা রওশন আরাা আসেন তার কাছ থেকে আবাসন ঋণ সম্পর্কে জানতে পারেন। তখন তিনি ইএসডিও হতে ঘর নির্মাণের জন্য ৫,০০০০০ টাকা ঋণ নেন। তা দিয়ে ইএসডিও এর প্রকৌশলীর পরামর্শে সুন্দর একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। বর্তমানে ছাদের ঘর তৈরী করে এ পরিবারের সকল সদস্য খুবই খুশি। তার মেয়ে এখন দশম শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে। নতুন সুন্দর বাড়িতে মনোরম স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে তার পড়ালেখার আগ্রহ আরো অনেক বেড়ে গেছে।

পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় এভাবেই স্বল্প আয়ের মানুষের সুখের ঠিকানা তৈরীতে কাজ করছে ইএসডিও। তিনি বলেন,"ইএসডিও আমাকে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় থাকার মতো একটি বাড়ি করার সহযোগিতা করেছেন যা কখনো ভূলার মতো না। এ জন্য আমি ইএসডিও কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞ।"

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-১২

মোছাঃ জুলেখা বেগম এর ছাদের বাড়ি

মোছাঃ জুলেখা বেগম রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার পীরজাবাদে বসবাস করেন। তার ৩ মেয়ে ও ২ ছেলে। স্বামী বদীউজ্জামান রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন। আর জুলেখা বেগম কাপড় সেলাই করেন। ৭ জনের সংসার তাই ঘরও বেশী প্রয়োজন কিন্তু টাকার অভাবে ঘরের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে গাদাগাদি করে তারা দিন কাটাতো। এমন সময় তিনি পাশের বাড়ির ইএসডিও এর এক সদস্যের কাছে জানতে পারেন স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য আবাসন ঋণ সম্পর্কে। দ্রুত তিনি ইএসডিও অফিসে যোগাযোগ করেন এবং আবাসন ঋণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে এ ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন করলে ইএসডিও কর্তৃপক্ষ ৩ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন। নিজের জমানো কিছু টাকা এবং এ ঋণের টাকা দিয়ে একটি ছাদের বাড়ি তৈরী করেন। ছেলে মেয়েরা এখন পৃথক বাড়িতে মনোরোম পরিবেশে বসবাস করছে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে স্বচ্ছল পরিবারে। এক মেয়ে কলেজে পড়াশুনা করছে। আর দুই ছেলে স্কুলে পড়াশুনা করছে। পড়ার জন্য সুন্দর ঘর পেয়ে তাদের পড়াশুনার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দর ছাদের বাড়ির জন্য তাদের মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

ফটো অ্যালবাম
ঋণ গ্রহীতার বাড়ির আগে ও পরের ছবি

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদ্যসের নামঃ মিনহাজুল ইসলাম, সদস্যের আইডিঃ ২০১৯৫
ব্রাঞ্চ ঃ রংপুর ক্যান্টনমেন্ট, এরিয়া ঃ রংপুর সদর
সংস্থার নাম ঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ শরবরী রানী সিং রায়, সদস্যের আইডিঃ ২০১০৯
ব্রাঞ্চ ঃ রংপুর মাহিগঞ্জ, এরিয়া ঃ রংপুর
সংস্থাঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ দুলাল মিয়া, সদস্যের আইডিঃ ২০৪৩৭
ব্রাঞ্চঃ রংপুর সদর, এরিয়া ঃ রংপুর
সংস্থার নামঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ পারভীন আক্তার, সদস্যের আইডি ঃ ২০১৮৪
ব্রাঞ্চ ঃ রংপুর মাহিগঞ্জ, এরিয়া ঃ রংপুর সদর
সংস্থার নামঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ মাহমুদা বেগম, সদস্যের আইডিঃ ২০১৬৯

ব্রাঞ্চ ঃ রংপুর সদর, এরিয়া ঃ রংপুর সদর

সংস্থার নাম ঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ মোছাঃ জেসমিন আক্তার ডলি, সদস্যের আইডিঃ২০২৯১
ব্রাঞ্চ ঃ রংপুর ক্যান্টরমেন্ট, এরিয়া ঃ রংপুর
সংস্থাঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ কর্ন প্রসাদ রায়, সদস্যের আইডিঃ ২০০৬৩
ব্রাঞ্চ ঃ রংপুর ক্যান্টরমেন্ট, এরিয়া ঃ রংপুর
সংস্থার নামঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ মনিরুজ্জামান, সদস্যের আইডিঃ ২০৩৭০
ব্রাঞ্চ ঃ রংপুর সদর, এরিয়া ঃ রংপুর
সংস্থার নামঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ শাহানারা বেগম, সদস্যের আইডিঃ ২০০৩৮
ব্রাঞ্চ ঃ রংপুর সদর, এরিয়া ঃ রংপুর
সংস্থার নামঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ শফিকুল ইসলাম, সদস্যের আইডিঃ ২০১৩৭
ব্রাঞ্চ ঃ রংপুর সদর, এরিয়া ঃ রংপুর সদর
সংস্থার নামঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্যের আইডিঃ ২০৪২৩
ব্রাঞ্চ ঃ মাহিগঞ্জ, এরিয়া ঃ রংপুর সদর
সংস্থার নামঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ মোঃ শাহজালাল মিয়া, সদস্যের আইডিঃ ২০০৫৫

ব্রাঞ্চ ঃ মাহিগঞ্জ, এরিয়া ঃ রংপুর

সংস্থার নামঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ মোছাঃমোসলেমা বেগম, সদস্যের আইডিঃ ২০০৫১

ব্রাঞ্চ ঃ মাহিগঞ্জ, এরিয়া ঃ রংপুর সদর

সংস্থার নাম ঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ মোছাঃ মাহবুবা আক্তার, সদস্যের আইডিঃ ২০০৪৭

ব্রাঞ্চ ঃ মাহিগঞ্জ, এরিয়াঃ রংপুর

সংস্থার নামঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ মন্টু মিয়া, সদস্যের আইডিঃ ২০২৪৪
ব্রাঞ্চ ঃ রংপুর সদর, এরিয়াঃ রংপুর সদর
সংস্থার নামঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ মোঃ রজব আলী, সদস্যের আইডিঃ ২০০৪৫
ব্রাঞ্চ ঃ রংপুর সদর, এরিয়া ঃ রংপুর সদর
সংস্থার নামঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ মোছাঃলাইলী বেগম, সদস্যের আইডিঃ ২০৩১২
ব্রাঞ্চ ঃ রংপুর ক্যান্টনমেন্ট, এরিয়া ঃ রংপুর
সংস্থার নামঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

সদস্যের নামঃ মোছাঃ তাসলিমা বেগম, সদস্যের আইডিঃ ২০৩৮২
ব্রাঞ্চ ঃ রংপুর সদর, এরিয়া ঃ রংপুর
সংস্থার নামঃ ইএসডিও

আবাসন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার শিখন ও চ্যালেঞ্জ

স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ কার্যক্রমের ফলে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইএসডিও এর তিনটি শাখার অভিজ্ঞতা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

LICHSP এর আওতায় ঋন প্রদানের ফলে শাখার পোর্টফলিওতে প্রভাব

LICHSP ঋণ বিতরনের কারণে শাখার ভালো ঋণের স্থিতি বৃদ্ধি পাওয়ায় পোর্টফলিও একটা ভালো অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। এ প্রকল্পের নীতিমালার আলোকে ঋণ দেওয়া হলে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

শাখার আয়-ব্যয়ে প্রভাব

মাঠ পর্যায়ে LICHSP ঋণের ব্যাপক চাহিদা থাকায় ঋণ স্থিতি দ্রুত বৃদ্ধি করা সম্ভব। ঋণ বিতরন বেশি হলে ঋণ আদায়ও বেশি হবে। আর আদায় বেশি হলে সাঃচার্জ আদায়ও বেশি হবে। ঋণের মেয়াদ বেশি হওয়ায় এবং দীর্ঘ দিন যাবদ ঋণ আদায় হওয়ায় দিনে দিনে শাখার আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে অন্যান্য প্রকল্পের চেয়ে এ প্রকল্পে আয় তুলনামূলকভাবে কম। অপরদিকে ব্যয় অন্যান্য প্রকল্পের ন্যায় একই রকম হয়।

LICHSP ঋণ কার্যক্রম শুরুর আগে ও পরের অবস্থা

LICHSP শুরুর আগে শাখার ঋণ স্থিতি কম ছিল শাখার আয় ও কম ছিল। এই ঋণ চালু হওয়ার পর হতে শাখার ঋণ স্থিতি যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমন শাখার আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে| LICHSP ঋণ বিতরনের কারণে আগের তুলনায় যেমন সদস্য বেশি পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি ঋণ স্থিতি, সঞ্চয় স্থিতি, সার্বিক চার্জ, OTR, PAR, CRR, আগের তুলনায় ক্রমান্বয়ে ভালো হতে আরো ভালো হচ্ছে।

LICHSP ঋণ সর্ম্পকে মতামত

এই ঋণ দীর্ঘ মেয়াদী হওয়ায় শাখার ঋণ স্থিতি ধরে রাখার জন্য বেশি বেশি এই ঋণ প্রদান করা দরকার। ঋণের মেয়াদ সর্ব্বোচ ৩ বছর হতে ৪ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। মাঠ পর্যায়ের চাহিদার কথা চিন্তা করে ঋণের পরিমান সর্ব্বোচ ৫০০০০০ হতে ১০,০০,০০০ টাকা করা প্রয়োজন। LICHSP প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মাঠ পর্যায়ের সমস্যা ও সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ

১। ৩টি দফায় ঋণ বিতরন না করে ১ অথবা ২টি কিস্তিতে প্রদান করা ।

২। ব্যাংকের মাধ্যমে কিস্তি আদায় না করে নগদে আদায়ের ব্যবস্থা করা ।

৩। রিবেট প্রদান পদ্ধতি সহজ করা ।

৪। এলআইসিএইচএসপি সার্বিক চার্জ ম্যানুয়ালের এবং সফটওয়্যার একই রকম করা ।

৫। পৈত্রিক সম্পদের ক্ষেত্রে খাজনা, খারিজের কাগজপত্রের সমস্যা হয় সে ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা সহজতর করা।

৬। ঋণ গ্রহণে সদস্যের বয়সের সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে বয়সসীমা সংশোধন করা।

৭। পৈত্রিক সম্পদে বাড়ির ঋণ প্রদান সহজ করতে হবে।

LICHSP প্রকল্প সম্পর্কে উপলব্ধি

এ প্রকল্প চালু থাকায় শাখার ঋণ স্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। শাখায় জাগরণ, অগ্রসর, অগ্রসর এম ডি পি, অগ্রসর এ এফ ঋণ এক বছর সাপ্তাহিক, মাসিক চলমান এর সাথে সংযুক্ত খওঈঐঝচ এক বছর, দুই বছর, তিন বছর, চার বছর এমনকি পাঁচ বছর মেয়াদী এ খওঈঐঝচ ঋণ শাখাগুলোতে আর্শীবাদ স্বরূপ কেননা এ ঋণ স্বল্প আয়ের মানুষদের একটি স্বপ্নের বাড়ি বানাতে সহায়তা করে। সদস্যরা এ মন্তব্যও করে ইএসডিও এর এ ঋণ না পেলে আমাদের এত সুন্দর একটি বাড়ি হতো না।

সবশেষে এ কথা বলা যায় যে, এ প্রকল্পের ফলে স্থানীয় শ্রমিকরা উপকৃত হচ্ছে। এ এলাকার ইটের ভাটা, রড, সিমেন্ট তথা আবাসন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসার প্রসার ঘটছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় টেকসই আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে এ প্রকল্প স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা এবং মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ড. এ কে এম নুরুজ্জামান ও অন্যান্য, স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ, (ঢাকা: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, ২০২১)।

নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার রংপুর, (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯০)।

ড. মনিরুজ্জামান, রংপুরের ইতিহাস, (ঢাকা: গতিধারা, ২০১২)।

মোস্তফা তোফায়েল হোসেন, বৃহত্তর রংপুরের ইতিহাস, রংপুর, বর্ণসজ্জা, ২০১১।

মোঃ রাশেদুল ইসলাম (সম্পা:), উন্নয়ন চিত্র (২০১২-১৭), রংপুর সিটি কর্পোরেশন, আগস্ট ২০১৭।

ড. মোহাম্মদ আমীন, জেলা, উপজেলা ও নদ-নদীর নামকরণের ইতিহাস, (ঢাকা: গতিধারা, ২০১২)।

রংপুর সিটি মাস্টার প্লান: ২০১৪-২০৩৪, ১ম খন্ড ঃ স্ট্রাকচার প্ল্যান ২০১৪-২০৩৪, (রংপুর সিটি কর্পোরেশন, ২০১৪)।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬।

৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা।

বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫।

সাক্ষাৎকার, নজরুল ইসলাম, নগর পরিকল্পনাবিদ, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

Preparation of Master Plan for Rangpur City Corporation, District Town Infrastructure Development Program (DTIDP), Draft Survey Report (Volume-1), November, 2013.

http//www.rpcc.gov.bd

রংপুরে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

প্রধান কার্যালয়:
কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০
ফোন: ০৮৮-০৫৬১-৫২১৪৯, ০৮৮-০৫৬১-৫১৫৯৯
মোবাইল: ০৮৮-০১৭৪-০৬৩৩৬০, ০১৭১৩-১৪৯৩৫০
ইমেইল: esdobangladesh@hotmail.com

ঢাকা অফিস ঃ
ইএসডিও হাউজ, প্লট নং-৭৪৮, রোড নং-৮
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০৮৮-০২-৫৮১৫৪৮৫৭, **মোবাইল:** ০১৭১৩-১৪৯২৫৯

www.esdo.net.bd